নারীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী

নার্গিস আক্তার সুলতানা

নারীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী

হযরত আবূ সায়ীদ (রাঃ)

সম্পাদনায়

নার্গিস আক্তার সুলতানা

www.pathagar.com

◆ প্রকাশক ◆
এম. আব্দুর রহীম

◆সার্বিক তত্ত্বধানে ◆
পপুলার বুক বাইন্ডিং

◆ প্রথম প্রকাশ ◆
মার্চ ২০০৫

◆ পরিবেশনায় ◆
মদিনা একাডেমী
৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেইন
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৯৩৮৬

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১।	স্বামীর উপর স্ত্রীর -	৫
২।	ইসলামে নারীর উচুঁ স্থান -	৮
৩।	পানাহার এবং পোশাকের মান সমান হওয়া চাই -	১০
৪।	স্ত্রীর সাথে দাসীবাদীর মত আচরণ করা চলবে না -	১১
৫।	স্ত্রীর মধ্যে শুধু দোষ থাকে না, গুনও থাকে -	১২
৬।	গৃহ কর্মে স্বামীর অংশ গ্রহণ -	১৩
৭।	স্ত্রীর বিপদে সহানুভূমি প্রদর্শন -	১৫
৮।	স্ত্রী ঘরের রাণী -	১৯
৯।	যৌন মিলনের দাবি পূরণ -	২২
১০।	স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য -	২৩
১১।	নারীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী -	২৬
১২।	নারীর পদ যুগল প্রদর্শনী -	২৯
১৩।	মহিলাদের কণ্ঠ ঝংকার -	৩০
১৪।	দেবর ও ভাসুরদের সামনে নিজেকে প্রকাশ -	৩১
১৫।	পর্দার শিথিল অবস্থা -	৩৩
১৬।	পরিবারের বাইরে নারীর বিচরণ -	৩৭
১৭।	নারী স্বাধীনতার মায়া মরীচিক -	৪০
১৮।	স্পশানুভূতি ও অবাধে মেলামেশা -	৪৭

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ

মানুষের জীবন ধারায় 'নারী' প্রসঙ্গটি ইদানিং এতটা গুরুত্ব অর্জন করেছে যে, খোদার এই 'নাজুক' অথচ 'অতবী গুরুত্বপূর্ণ' সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা ছাড়া জীবনের কোন বিভাগ সম্পর্কেই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না, হতে পারে না। কারণ, নীতি-নৈতিকতা জগতের কোন দিককেই নারী থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ নাজুক শ্রেণীটিকে বাদ দিলে সমাজতত্ত্ব আর সভ্যতার ধারণাই অচল হয়ে পড়ে। নারীর স্বভাব-সুলভ লাজ-লজ্জা ও নির্জন-প্রীতি দেখে পুরুষ এ ধারণা করতে পারে যে, বিশ্ব-জাহানের এ কর্মশালায় তার কোন গুরুত্ব নেই। তার নরম-নাজুক দেহ, সুক্ষ-ক্ষণভঙ্গুর ও দ্রুত প্রভাবিত হৃদয়ের কথা বিবেচনা করে পুরুষ মনে করতে পারে যে, কেবল রোদনা করা আর দুঃখ-যতনা ভোগ করার জন্যই বুঝি নারীর জন্ম হয়েছে। কিন্তু আমরা ক্ষণেকের তরেও এ কথা বিস্মৃত হতে পারি না যে, তার এই নির্জন প্রিয়তাই এ বিশাল বিশ্ব-লোকের একটি রহস্য মানুষের নিকট উদ্ভাসিত করেছে। নারীর এ কুসুম-কোমল নাজুকতাই জীবনের কঠিন-কঠোর পর্যায় অতিক্রমণে পুরুষের সহায়তা করেছে।

www.pathagar.com

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

হযরত মুয়াবীয়া আল কুশাইরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি বলিলাম, ইয়া রাসূল ! আমাদের উপর আমাদের একজনের স্ত্রী কি কি অধিকার রহিয়াছে? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি যখন খাইবে তখন তাহাকেও খাওয়াইবে, তুমি যখন পরিবে তখন তাহাকেও পরিতে দিবে। আর মুখের উপর মারিবে না। তাহাকে কটুরূঢ় অশ্লীল কথা বলিবে না এবং ঘরের ভিতরে ছাড়া তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিবে না।

(আবূ দায়ূদ ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

স্বামী উপর স্ত্রীর অধিকার কি এই প্রশ্নের জওয়াবে নবী করীম (স) এখানে মোট পাঁচটি কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা খাবার দেওয়া, দ্বিতীয় পরার কাপড়-জামা দেওয়া, তৃতীয় মুখের উপর না মারা, চতুর্থ কটুরূঢ় অশ্লীল কথা না বলা এবং পঞ্চম ঘর ছাড়া অন্য কোথায়ও তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করা।

রাসূলে করীম (স)-এর এই কথা কয়টি অতীব মৌলিক ও নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের। কেননা এই কাজ কয়টি যথাযথ না হইলে স্ত্রীর জীবন মান রক্ষা করাই সম্ভব হইতে পারে না। যেমন খাওয়া-পড়া। খাওয়া মানুষের জীব বাঁচাইয়া রাখার জন্য অপরিহার্য। খাবার জোটানো স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। রাসূলের কথার ধরণ 'তুমি যখন খাইবে তখন তাহাকেও খাইতে দিবে।' অর্থাৎ তুমি নিজের খাবার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীরও খাবার জোটানো তোমার কর্তব্য। তুমি যখন অবিবাহিত ছিলে তখন হয়ত তোমার পারিবারিক দায়িত্ব কিছুই ছিল না। তখন হয়ত তুমি একা নিজের খাবার জুটাইবার জন্যই চিন্তান্বিত হইতে। কিন্তু বিবাহ করার পর তোমার খাবারে সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তোমার স্ত্রীর খাবার জোটানোর দায়িত্ব। ইহাতে আরও দুইটি কথা নিহিত আছে। একটি হইল, তুমি যাহা খাইবে স্ত্রীকেও তাহাই খাইতে দিবে। তোমার খাওয়া দাওয়ার যে মান, তোমার স্ত্রীর খাওয়া-দাওয়ার মানও তাহাই হইতে হইবে। তাহার কোন অংশে কম হইতে পারিবে না। এমনও হইতে পারিবে না যে, তুমি ভাল খাইবে আর স্ত্রীকে নিকৃষ্ট মানের খাবার দিবে বা তাহা খাইতে বাধ্য করিবে। কিংবা যাহা রান্না হইবে তাহা তুমি একাই সব খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে, আর স্ত্রীকে অভুক্তা থাকিতে বাধ্য করিবে। সম্ভবত এই কথাটাও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে খাবার খাইবে। বস্তুত এক সঙ্গে তথা একপাত্রে খাবার দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য ও ভালবাসার গভীরতা সৃষ্টির জন্য বিশেষ সহায়ক। দ্বিতীয়ঃ তুমি নিজে যখন জামা-কাপড় পরিবে,

www.pathagar.com

স্ত্রীকেও তখন জামা-কাপড় পরিতে দিবে। পোষাক-পরিচ্ছেদ তোমার একারই প্রয়োজন নয়, উহা তোমার স্ত্রীর-ও প্রয়োজন। পোষাক তো সাধারণ ভাবে সব মানুষেরই লজ্জা নিবারণের একমাত্র উপায়। কিন্তু শুধু তাহাই নয়। তোমার সামর্থ্যানুযায়ী যে মানের পোশাক তুমি নিজে পরিবে স্ত্রীকেও সেই মানের কাপড় পরিতে দিবে। তুমি যদি বেশী মূল্যের ও অতীব উত্তম মানের পোশাক গ্রহণ কর; আর স্ত্রীকে যেমন - তেমন কাপড় পরিতে দাও, তাহা হইলে তাহা যেমন মানবিক নয়, তেমনি দাম্পত্য জীবনের পক্ষে শান্তি-সম্প্রীতি সৃষ্টিরও অনুকূল হইতে পারে না। সেই সঙ্গে একথার প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, তুমি যখন একটা নূতন পোশাক কিনিবে, তোমার স্ত্রীর জন্যও তখন নূতন কাপড় ক্রয় করিবে। ইহাতে স্ত্রীর মন রক্ষার ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব পালিত হইবে। সেই সঙ্গে স্ত্রীও তোমার প্রতি অধিক আস্থা সম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীলা হইবে। খাওয়া-পড়া সংক্রান্ত রাসূলে করীম (স)-এর এই নির্দেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের তিনটি আয়াত স্মরণীয়। প্রথম আয়াত

যাহার জন্য সন্তান-অর্থাৎ স্বামী-তাহার কর্তব্য স্ত্রীদের জন্য প্রচলিত নিয়মে, মধ্যম মান অনুযায়ী খোরাক ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।

সচ্ছল অবস্থাশালী স্বামীর কর্তব্য তাহার সামর্থ্যানুযায়ী পরিবার বর্গের জন্য ব্যয় করা এবং দরিদ্র-অভাবগ্রস্থের কর্তব্য তাহার সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করা। কিন্তু এই উভয় অবস্থায়ই প্রচলিত মান অনুযায়ী খোরাক-পোশাক দিতে হইবে। আর ইহা সদাচারী লোকদের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

তৃতীয় আয়াতঃ

সচ্ছল অবস্থাশালী ব্যক্তি পরিবার বর্গের জন্য ব্যয় করিবে তাহার সচ্ছলতা অনুপাতে। আর যাহার রিযিক পরিমিত, স্বল্প, সে যেন আল্লাহ্‌র দেওয়া জিনিস হইতে সেই অনুপাতে ব্যয় করে। আল্লাহ কাহাকাও তাঁহার পরিমাণের অধিক ব্যয় করার দায়িত্ব দেন না।

হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

স্ত্রীদের খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা করা তোমাদের -অর্থাৎ স্বামীদের দায়িত্ব।

এই পর্যায়ের অপর একটি হাদীসের ভাষা হইলঃ

উহাকে (শুক্রকীট) উহার হালাল অবস্থায়ই রাখিয়া দাও, হারাম হইতে উহাকে দূরে রাখ এবং উহাকে স্থিত হইতে দাও। অতঃপর আল্লাহ চাহিলে উহা হইতে জীবন্ত সত্তা সৃষ্টি করিবেন, নতুবা উহাকে মারিয়া ফেলিবেন। মাঝখানে তোমার জন্য সওয়াব লেখা হইবে।

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের ওপর এ কথা কেবলমাত্র

www.pathagar.com

আল্লাহর ইসলামই স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো আদর্শে বা ধর্মে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত নয়। কোনো কোনো ধর্মে তা স্ত্রীকে মানুষ হিসাবেই অধিকার দেয়া হয়নি। তদানীন্তন আরব সমাজে স্ত্রীদেরকে চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হতো। তাদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য সম্মান-মর্যদা দেয়া হতো না। তাদেরকে হীন, নগণ্য ও অনুগ্রহের পাত্রী মনে করা হতো। নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মতো তাদেরকে রাখা হতো। ইসলামই স্ত্রীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, স্ত্রীর মৌলিক অধিকার স্বামীর তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে. 'স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের ওপরে এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।' স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সম্পূর্ণ সমান। তাদের অধিকারও অভিন্ন এবং দুইজনের মাঝে অধিকারের ক্ষেত্রে কোনোই পার্থক্য করা যেতে পারে না। মৌল অধিকারের দিক দিয়ে কারো প্রতি কম বেশী করা হয়নি।

স্ত্রী-ই শুধু স্বামীর খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দেবে এ কথা ঠিক নয়। স্বামী যে খেদমত স্ত্রীর কাছ থেকে আশা করে, সেই একই খেদমত স্বামীকেও স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনে করতে হবে। স্ত্রীর অসুস্থতার সময়ে স্বামীকে তার খেদমত করতে হবে। রান্না দেরী হয়েছে বলে স্ত্রীর প্রতি চোখ রাঙানো যাবে না। স্ত্রীকে রান্নার কাজে স্বামী সহযোগিতা করবে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন। প্রত্যেক স্বামীকে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের বিষয়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে বিয়ের পূর্বেই যুবক-যুবতীদের জ্ঞানার্জন করা উচিত। তাহলে বিয়ের পরে স্বামী একাই শুধু স্ত্রীর মাথার ওপরে কর্তৃত্বের ছড়ি ঘুরাতে পারবে না। আর পরিবারের মুরুব্বীদেরও উচিত, বিয়ের সময় পাত্রকে স্ত্রীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন করা। স্ত্রীকে অধিকার না দিলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে।' (মুসলিম)

www.pathagar.com

ইসলামে নারীর উঁচু স্থান

ইসলাম এবং ইসলামের নর-নারী জাতির জন্য যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় যে নীতি অবলম্বন করেছেন, নিশ্চিতভাবে তা ছিল নারীর পরিপূর্ণ উন্নতির নিশ্চয়তা বিধায়ক। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব ভূমিতে নারীদের সাথে জঘন্য আচরণ করা হতো। ইসলামের শিক্ষার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নারীদের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, আজও যার নযীর খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ইসলাম একদিকে- প্রত্যেক নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয- বলে পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যও শিক্ষা ও অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অপর দিকে তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে ইসলাম একথাও বলে দিয়েছে যে, তাদের অবস্থা হচ্ছে পানপাত্রের মতো, যা সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। ইসলাম কিভাবে নারীর মর্যাদা বুলন্দ করেছে, কিভাবে তাদের সংস্কার সংশোধন করেছেন এমন অনেক ঘটনা এ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অণু-পরমাণুতেই খোদায়ী নূরের প্রকাশ ঘটলেও রুহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করার জন্য নারীর মতো উপযুক্ত অন্য কোন সৃষ্টি নেই। ইসলাম সর্ব প্রথম আধ্যাত্মিকতার প্রতি নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ কারণে মহিলা সাহাবীদের জীবনে তাকওয়া এবং ইবাদাতের এক বিশেষত রং পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের জন্য তারা কতো বড় কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং ধর্মের জন্য তারা প্রাচীনতম সম্পর্ক ছিন্ন করতেও কুণ্ঠিত হন নি। হযরত সুমাইয়্যা ইসলাম গ্রহণ করলে কাফেররা তাঁকে কঠোর শাস্তি দেয়া শুরু করে। উত্তপ্ত বালুর মধ্যে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তিনি তখন ছটফট করতেন। একদিন এ অবস্থায় রাসূলে খোদা তাঁকে দেখতে পেয়ে বলেনঃ সুমাইয়্যা! ঘাবড়াবেনা, ধৈর্য ধারণ কর জান্নাত তোমার ঠিকানা। এটা এমন কঠোর শাস্তি ছিল যে, তাঁর পরিবর্তে কোন পুরুষ হলে হয়তো ইসলাম ত্যাগ করতো। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত অটল ছিলেন। কোন শাস্তিই তাঁকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ইসলাম নারীদের মধ্যে এমন দৃঢ়তা সৃষ্টি করেছিল, যাতে তাদের সন্তানরাও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে নূতন নূতন জাতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর বোনের উপর যে সব নির্যাতন চালান, তাও কারো অজানা নয়। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর অনেক মহিলা সাহাবীর স্বামী ত্যাগ করার

www.pathagar.com

ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত-জিহাদ ইত্যাদি ইবাদাত যথাযথভাবে আদায় করা খুবই কঠিন। কিন্তু ইসলাম এসব ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যেও এমন স্পিরিট সৃষ্টি করেছে, যা অন্যান্য ধর্মে পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় না। ত্যাগ ও কোরবানীর যে উদ্দীপনা ইসলাম নারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে, তা সোনায় সোহাগার কাজ করেছে। ওহোদ যুদ্ধে হযরত ছফিয়া তাঁর ভাই সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযার কাফনের জন্য দু'প্রস্থ কাপড় নিয়ে আসেন। তিনি দেখতে পান, তাঁর ভাইয়ের লাশের পাশে অপর এক আনছারের লাশও পড়ে আছে। আনছারকে বাদ দিয়ে আপন ভাইকে দু'প্রস্থ কাপড়ে দাফন করবেন, এটা তার কাছে অসহ্য। তাই তিনি আনছারকে এক প্রস্থ কাপড় দিয়ে অপর প্রস্থ কাপড়ে ভাইকে দাফন করার ব্যবস্থা করেন।

একবার রাসূলে খোদা ঈদের খোতবায় ছদকা-খায়রাতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঈদের এ জামায়াতে মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। তারা এজন্য কানের বালি আর হাতের আংটিও দান করে দেন। হযরত আসমার কাছে একটা দাসী ছাড়া দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তিনি দাসীটি বিক্রি করে সমুদয় টাকা ছদকা করে দেন। ত্যাগও কোরবানীর এহেন প্রেরণায় সকল মহিলা ছাহাবীই উদ্দীপ্ত ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও মহিলারা যেসব ভূমিকা পালন করেছেন, সেকালের আবর নারীরা কী ছিলেন।

ইসলামে ইবাদতের পরই মোয়ামেলাতের স্থান। এ ক্ষেত্রেও মহিলা সাহাবীরা পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না মোটেই। নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এ তাঁদের অবস্থা ছিল এই যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এক দিন রোযা রেখেছিলেন। ঘরে ছিল একটি মাত্র রুটি। এক ভিখারী এসে হাঁক দিলে রুটিটি ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়ার জন্য দাসীকে বলেন। দাসী জিজ্ঞেস করলো, ইফতার করবেন কি দিয়ে? তিনি বললেন, তুমি দিয়ে দাও, পরে দেখা যাবে। হযরত সালমার দানশীলতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে আছে। তিনি আগামী দিনের জন্য একটা পয়সাও নিজের কাছে রাখতেন না। প্রতিদিন সব কিছুই ছদকা করে দিতেন।

www.pathagar.com

পানাহার এবং পোশাকের মান সমান হওয়া চাই

মোয়াবিয়ার পুত্র হাকীম তাঁর পিতা মোয়াবিয়া থেকে বর্ণনা করেন, মোয়াবিয়া বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করলাম, স্বামীর নিকট স্ত্রীর হক (অধিকার) কি কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তার হক এই যে, তুমি যখন আহার করবে, তখন তাকেও আহার করাবে, তুমি যখন পোশাক পরিধান করবে, তখন তাকেও পোশাক দেবে, তার মুখে কখনো প্রহার করবে না, তাকে কখনো বদদোয়া করবে না বা অভিশাপ দেবে না। আর তার সাথে কখনো সাময়িক সম্পর্কচ্ছেদ করলে তাকে বাড়ীতে রেখেই করবে। (আবু দাউদ)

অর্থাৎ যে মানের খাদ্য তুমি আহার করবে, সেই মানের খাদ্য তাকেও আহার করাবে, যে মানের পোশাক তুমি পরবে, সেই মানের পোশাক তাকেও পরাবে।

শেষ বাক্যটির ব্যাখ্যা এই যে, স্ত্রী যদি অবাধ্যতা প্রদর্শন ও অসদাচরণ করে, তবে কোরআনের নির্দেশ অনুসারে প্রথম তাকে নম্র ও কোমল ভাষায় বুঝাতে হবে, তাতেও যদি ভালো না হয় তবে বিছানা আলাদা করে নেবে। কিন্তু উভয়ের বিছানা বাড়ীর ভেতরেই থাকা চাই। উভয়ের ভেতরের অসন্তোষের বিষয়টি বাইরে ফাঁস হতে দেবে না। কেননা এটা পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী। এতেও ভালো না হলে স্ত্রীকেত মৃদু প্রহার করা যেতে পারে। তবে মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে শরীরের অন্যান্য অংশে। তাও এতটা সাবধানে মারতে হবে যেন কোন ক্ষত না হয় বা হাড় বা ভাঙ্গে।

www.pathagar.com

স্ত্রীর সাথে দাসীবাঁদীর মত আচরণ করা চলবে না

লাকীত বিন সাবেরা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে রাসূলুল্লাহ, আমার স্ত্রী খুবই কটুভাষী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তালাক দিয়ে দাও। আমি বললাম : আমাদের একটা সন্তান রয়েছে। তা ছাড়া আমরা এক সাথে বহু দিন কাটিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তাহলে তাকে উপদেশ দিতে থাক। তার ভেতরে সৎ পথ অবলম্বনের যোগ্যতা থাকলে সে তোমার উপদেশ মেনে নেবে। সাবধান, তোমার স্ত্রীকে দাসীবাদীর মত মারপিট করবে না। (আবু দাউদ)

এ হাদীসের শেষ বাক্যটার অর্থ এটা নয় যে, দাসীবাদীদেরকে যেমন ইচ্ছা মারপিট করা যাবে। এর অর্থ এই যে, সচরাচন দাসীবাদীর সাথে যে রকম আচরণ করা হয়ে থাকে, স্ত্রীর সাথে সে রকম আচরণ করা উচিত নয়।

১৫০. রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা আল্লাহর বাঁদীদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে) মারপিট করো না। এরপর ওমর (রা) এলেন। তিনি বললেন, আপনার এই আদেশের কারণে স্বামীরা মারপিট করা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে স্ত্রীরা স্বামীদের মাথায় চড়ে বসেছে এবং তাদের ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে রাসূল (সা) পুনরায় অনুমতি দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনীদের কাছে বহু মহিলা আসতে লাগলো এবং তাদের স্বামীরা তাদেরকে মারপিট করে বলে অভিযোগ করতে লাগলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমার স্ত্রীদের কাছে বহু মহিলা তাদের স্বামীদের মারপিটের অভিযোগ নিয়ে আসছে। মারপিটকারী স্বামীরা সর্বোত্তম মানুষ নয়। (আবু দাউদ, আয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত)

www.pathagar.com

স্ত্রীর মধ্যে শুধু দোষ থাকে না, গুণও থাকে

রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন মুমিন স্বামীর নিজের মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা করা উচিত নয়। তার একটা অভ্যাস যদি স্বামীর খারাপ লাগে, তবে অন্য একটা অভ্যাস ভালো লাগবে। (মুসলিম)

অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুদর্শনা না হয়ে থাকে কিংবা অন্য কোন দোষ ত্রুটি তার ভেতরে থেকে থাকে, তাহলে সেজন্য তৎক্ষণাত সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেল না। একজন নারীর ভেতরে যদি কোন দিক দিয়ে কোন কমতি বা অসন্তোষজনক ব্যাপার থেকে থাকে, তবে অন্য বহু দিক এমনও থাকতে পারে, যা দিয়ে সে স্বামীর হৃদয় জয় করে নিতে সক্ষম, যদি তাকে সময় ও সুযোগ দেয়া হয় এবং তার একটি মাত্র ত্রুটির কারণে মনে তার প্রতি চিরস্থায়ী ঘৃণা ও বিদ্বেষ বদ্ধমূল করে না নেয়া হয়।

আমর বিন আহওয়াস জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলের (সা) ভাষণ শুনেছেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর বিভিন্ন রকমের উপদেশ দিলেন, অবশেষে বললেন : 'হে জনতা শোন, স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে কয়েদীর মত। তারা খোলাখুলি অবাধ্যতা প্রদর্শন বা করা পর্যন্ত তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করবে না। যখন তা করবে, তখন তাদের সাথে বিছানায় সম্পর্ক ছিন্ন কর। (অর্থাৎ দু'জনের বিছানা আলাদা কর অথবা একই বিছানায় পৃথক পৃথকভাবে শয়ন কর। -অনুবাদক) আর তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করতে পার যা খুব কঠোর অর্থাৎ ক্ষত সৃষ্টিকারী না হয়। এরপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার বাহানা খুঁজে না। শুনে নাও, তোমাদের কাছেও তোমাদের স্ত্রীদের কিছু অধিকার প্রাপ্য আছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের কাছেও তোমাদের কিছু।

www.pathagar.com

গৃহ কর্মে স্বামীর অংশ গ্রহণ

আস্‌ওয়াদ ইবনে ইয়াজীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেনঃ আমি হযরত আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম (স) ঘরে থাকিয়া কি করিতেন? জওয়াবে হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, তিনি ঘরে থাকার সময় গৃহের নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। ইহার মধ্যে যখন-ই আযানের ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তখনই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। (বুখারী, তিরমিযী)

হাদীসটি বুখারী শরীফে এই একই মূল বর্ণনাকারী আসওয়াদ হইতে তিনটি স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে এই তিনটি স্থানে উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষায় কিছুটা পার্থক্য আছে। কিন্তু সে পার্থক্যের দরুন মূল বক্তব্যে কোনই পার্থক্য সূচিত হয় নাই। নবী করীম (স) যখন ঘরে থাকিতেন তখন তিনি কি করিতেন, ইহাই ছিল মূল প্রশ্ন। ইহার জওয়াবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেনঃ তিনি ঘরে থাকার সময় ঘরের লোকদের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। শামায়েলে তিরমিযীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেনঃ

নবী করীম (স) সাধারণ মানুষের মধ্যে গণ্য একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। এই হিসাবে তিনি তাঁহার কাপড় পরিষ্কার করিতেন, ছাগী দোহন করিতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ কর্ম করিতেন।

আর মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে হাব্বানে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

তিনি তাঁহার কাপড় ধোলাই করিতেন ও জুতায় তালি লাগাইতেন।

বুখারীরই একটি বর্ণনার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, ইহা নবী করীমের স্থায়ী নীতি ও কর্ম তৎপরতা ছিল। আর বাক্যাংশের অর্থ হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই বলিয়াছেনঃ তাঁহার পরিবার বর্গের কাজ-কর্ম নবী করীম (স) করিতেন।

এই হাদীস হইতে কয়েকটি কথা স্পষ্ট জানা যায়। প্রথম এই যে, নবী করীম (স) একজন মানুষ ছিলেন দুনিয়ার আর দশজন মানুষের মত। তাঁহার ঘর গৃহস্থালী ছিল। তিনি দুনিয়া ত্যাগী বৈরাগী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুসলমানদের শাহান শাহ; কিন্তু তাঁহার মন মেজাজে অহংকার আহমিকতা বলিতে কিছু ছিল না। এই সব মৌলিক মানবীয় গুণ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, তিনি ছিলেন আদর্শ খোদানুগত বান্দাহ।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র ওহী গ্রহণকারী নবী ও রাসূল।

তিনি যে আদর্শ স্বামী ছিলেন, এই হাদীসে তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা হইয়াছে, তিনি ঘরে আসিয়া অলস বিশ্রামে সময় কাটাইতেন না, ঘরের কাজ কর্ম করিতেন, ঘরের লোকদের কাজে সাহায্যে সহযোগিতা করিতেন। বস্তুত দুনিয়ার সব স্বামীরও এই গুণ ও পরিচয় থাকা আবশ্যক। নতুবা ঘরের অংশ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহা হইবে স্ত্রীর প্রতি জুলুম একদিকে এবং অপর দিকে স্বামীতে স্ত্রীতে দূরত্ব ও ব্যবধান বিরোধ সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

শুধু তাহাই কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় যখনই নামাযের আযান শুনিতে পাইতেন নামাযের জামায়াতে শরীক জন্য তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন।

বুখারীর-ই অন্যত্র এই বাক্যটির ভাষা হইল

যখন নামায উপস্থিত হইত, তিনি নামাযের জন্য বাহির হইয়া যাইতেন। বস্তুত ইহাই আদর্শ মুসলমানের নিয়ম ও চরিত্র। তাহারা যেমন আল্লাহ্‌র হক আদায় করেন তেমনি আদায় করেন মানুষের হকও। এতদ্ব্যতীত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়াও স্ত্রীর একটি অধিকার স্বামীর উপর এবং তা স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর প্রতি। স্বামী যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাতে স্ত্রীর মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যাওয়া স্বাভাবিক। কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মন জয় করার জন্যে বিশেষ যত্ন নিয়েছে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারেই সে স্ত্রীর নিকট হাযির হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন ও মলিন দেহ ও পোশাক নিয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়া স্বামীর একেবারেই অনুচিত। স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর ইচ্ছানুরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও সে অবস্থায়ই স্বামীর নিকট যাওয়া। এজন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সাবান ও অন্যান্য জরুরী প্রসাধন দ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। হযরত ইবনে আব্বাস এ পর্যায়ে একটি নীতি হিসেবে বলেছেনঃ আমি স্ত্রীর জন্যে সাজসজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, যেমন করি স্ত্রী আমার জন্যে সাজসজ্জা করুক।

www.pathagar.com

স্ত্রীর বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন

স্ত্রীর বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে তার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীরই দায়িত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশী দুঃখ পায় তখন, যখন কোন বিপদ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয়, তখন স্বামীর মন যদি তার জন্যে দ্রবীভূত না হয়, বরং তখন স্বামীর মন মৌমাছির মত অন্য ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কোন থাকে না। এজন্যে নবী করীম (সঃ) স্ত্রীর প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিপূর্ণ হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলেছেনঃ

যে লোক নিজে অপরের জন্যে দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের জন্যে দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ক্ষেত্রে এ কথা অতীব বাস্তব। এজন্যে স্ত্রীদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর একান্তই কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে হযরত উরম ফারূকের একটি ফরমান স্মরণীয়। তিনি এক বিরহণী নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীর হযরত হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ মেয়েলোক স্বামী ছাড়া বেশীর ভাগ কদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারে ? হযরত হাফসা বললেনঃ 'চার মাস।' তখন হযরত উমর বললেনঃ

সৈন্যদের মধ্যে কাউকে আমি চার মাসের অধিক বাইরে আটকে রাখব বা।

তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সব সেনাধ্যক্ষকে লিখে পাঠালেনঃ এই (চার মাসের) অধিক কাল কোন বিবাহিত ব্যক্তিই তার স্ত্রী-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে।

এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হল যে, স্ত্রীর মনের কামনা-বাসনা ও আন্তরিক ভাবধারার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আর স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীহারা হয়ে বেশী দিন ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়– এ কথা তার কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

যেসব লোক তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে কসম খেয়ে বসে যে, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ইত্যাদি করবে না, তাদের জন্যে মাত্র চার মাসের মেয়াদ অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে তারা যদি ফিরে আসে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা মার্জনাকারী ও অতিশয় দয়াবান। আর তারা যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে আল্লাহ্ সব শোনেন ও সব জানেন।

এ আয়াতে 'ঈসা' সম্পর্কে ফয়সালা দেয়া হয়েছে। ঈলা শব্দের অর্থ হচ্ছে, ' কসম করে কোন কাজ না করা- 'কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা' আর ইসলামী শরীয়াতের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছেঃ

কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করা- স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা।

আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করার কিরা করবে তাদের জন্যে চার মাসের অবসর। এ চার মাস অতিবাহিত হবার পরে হয় সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাকে ফিরিয়ে নেবে, আর না হয় তালাক দিয়ে তাকে চিরতরে বিদায় করে দেবে।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর ক্ষতি হয়-এমন কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই মেয়াদের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জাহিলিয়াত যুগে লোকেরা এক বছর, দুই-বছর কি ততোদিক কালের জন্য 'ঈসা' করত আর তাদের উদ্দেশ্য হত স্ত্রীলোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এসব ক্ষতি-লোকসানের পথ বন্ধ করার এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের কথাগুলো বলে দিয়েছেন।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে এই যে, সে স্ত্রীর গোপন কথা অপরের নিকট প্রকাশ করে দেবে না। নবী করীম (স) তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন এ ধরনের কোন কথা প্রকাশ করতে। বলেছেন ঃ

কুরআন মজীদ সন্তান পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতামাতার একজনকে অপর জনের উপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি- এ কথা যদি তোমরা চিন্তা ও লক্ষ্য কর, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবে।

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। সর্ব প্রথম অহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে-ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অপনোদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রাঃ)-এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। বলেছিলেন ঃ

আমি এই ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি।

এ কথা শুনে জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বলেছিলেনঃ

আল্লাহ্ আপনাকে কখ্খনই এবং কোনদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনি তো ছেলায়ে (আত্মীয়তার সম্পর্ক)-র রেহ্‌মী রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপদর্কহীন গরীবদের জন্যে আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এজন্যে আল্লাহ্ কখনই শয়তানদের আপনার উপরে জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোন অমূলক চিন্তা-ভাবনাও আপনার উপর চাপিয়ে দেবেন না। আর এতে আ্যার কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়েতের কার্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।

হযরত খাদীজার এ সান্ত্বনা বাণী রাসূলে করীম (স)-এর মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দেয়। আর এ ধরনের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্যে তার প্রিয়তমা ও সহানুভূতিসম্পন্না স্ত্রীর আন্তরিক সান্ত্বনাপূর্ণ কথাবার্তা অনেক কল্যাণ সাধন করে থাকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করা সম্ভব হল না, তখন রাসূলের সঙ্গে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবী নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে রাসূল (স) তাঁদেরকে এখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে তাঁর এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম (স) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হন। তখন তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে অবস্থানরতা তাঁর স্ত্রী মহযরত উম্মেত সালমা (রা)-এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সব কথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেনঃ

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে করতে দেখে সাহাবিগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন

www.pathagar.com

এবং সে কাজ করতে লেগে যাবেন।

এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে বাস্তবিকই হযরত উম্মে সালমার পরামর্শ বিরাট ও অচিন্ত্যপূর্ব কাজ করেছিল। এমনিভাবে সব স্বামীই তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে এ ধরণের কল্যাণময় পরামর্শ লাভ করতে পারে তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।

স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম পুরুষদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে অর্থাৎ পুরুষদের যা যা কর্তব্য স্ত্রীদের প্রতি, তাই হচ্ছে স্ত্রীদের অধিকার পুরুষদের উপর। এক্ষণে আলোচনা করা হবে – স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদের অধিকার –অন্য কথায় পুরুষদের প্রতি স্ত্রীদের কর্তব্য। বস্তুত একজনের যা কর্তব্য অপরের প্রতি, তাই হচ্ছে অপর জনের অধিকার তার প্রতি। উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্তব্য যা তাই হচ্ছে উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার।

আইনের পূর্ণতার দৃষ্টিতে বিচার করলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একদেশদর্শী, একপেশে ও একতরফা আইন বা বিধান কখনো পূর্ণ আইন হতে পারে না, পারে না তা সমগ্র মানবতার প্রতি কল্যাণকর হতে। যে আইন কেবল একচেটিয়াভাবে পুরুষের অধিকার ও কর্তৃত্বের কথা বলে, স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে যা নির্বাক কিংবা এর বিপরীত – যে আইন কেবল স্ত্রীদের অধিকারের কথা বলে, পুরুষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেয় না, তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই কারণেই ইসলাম এ ধরনের একপেশে ও একদেশদর্শী বিধান নয়।

এতে সন্দেহ নেই যে, নারী জন্মগতভাবেই দুর্বল, স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছ্বাসের দিক দিয়ে ভারসাম্যহীন, দৈহিক আকার-আঙ্গিকের দৃষ্টিতেও পুরুষের তুলনায় ক্ষীণ ও নাজুক, কোমল ও বলহীন। এজন্যে নারীর প্রতি অধিকার অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিহীন এবং অধিক প্রেম ভালবাসা পোষণ অপরিহার্য। কিন্তু তাই বলে তাদের পক্ষে উপযুক্ত ও জরুরী দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা থেকে তাদের নিষ্কৃতি দেয়া যেতে পারে না। কেননা তাহলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জীবন – সমষ্টিগত জীবন –অত্যন্ত তিক্ত ও কষ্টপূর্ণ হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

স্ত্রী ঘরের রাণী

পুরুষ ও নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক-আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্মবণ্টনের নীতি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। পুরুষকে করা হয়েছে কামাই-রোজগার ও শ্রম-মেহনতের জন্যে দায়িত্বশীল আর স্ত্রীকে করা হয়েছে ঘরের রাণী। পুরুষের জন্যে কর্মক্ষেত্র করা হয়েছে বাইরের জগত আর নারীর জন্যে ঘর। পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন করবে কামাই-রোজগার, তেমনি গড়বে সমাজ-রাষ্ট্র, শিল্প ও সভ্যতা। আর নারী ঘরে থেকে একদিকে করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার কাজ। এজন্যে নারীদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

স্ত্রী হচ্ছে হেফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী আমানতদার দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্যে একান্ত বাধ্য। যে ব্যক্তির দায়িত্বেই যে কোন জিনিস দেয়া হবে, এমন প্রত্যেকেরই তেমন প্রত্যেকটি জিনিসে সুবিচার ও ইনসাফ করা এবং তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ সাধন করাই বিশেষ লক্ষ্য। এখন যার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে যদি তা পুরোপুরি পালন করে, তবে সে পূর্ণ অংশই লাভ করল, অধিকারী হল বিরাট পুরস্কার লাভের আর যদি তা না করে, তবে দায়িত্বের প্রত্যেকটি জিনিসই তার অধিকার দাবি করবে।

আর দীর্ঘ হাদীসের উপরে উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন ঃ

'স্ত্রী স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা' হওয়ার মানে, স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা, স্বামীর কল্যাণ কামনা ও তাকে ভাল কাজের পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া এবং স্বামীর ধনমাল ও তার নিজের ব্যাপারে পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করাই স্ত্রীর কর্তব্য।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা নিম্নোক্ত হাদীসে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

তোমাদের জন্যে তোমাদের স্ত্রীদের উপর নিশ্চই অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যেও রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে স্থান দেবে না যাকে তোমরা পছন্দ কর না। তোমাদের ঘরে

www.pathagar.com

এমন লোককেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ কর না বলে নিষেধ কর।

আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ খুবই উত্তমভাবে বহন করবে!

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসম্পন্ন ও দাম্পত্য জীবন যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ এবং এ জীবনে স্ত্রীর যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী লিখেছেনঃ

দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও মিলনই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের বৃহত্তম সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ফায়দা সর্বাধিক, প্রয়োজন পূরণের দৃষ্টিতে তা অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা আরব অনারবের সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজে-কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে, তার খানাপিনা প্রস্তুতকরণ ও কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে সে হবে স্বামীর ডান হাত, তার মাল-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার সন্তানদের লালন-পালন করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে তার ঘরের স্থলাভিষিক ও দায়িত্বশীলা।

ঘরের অভ্যন্তর ভাগের যাবতীয় ব্যাপারের জন্যে প্রথমত ও প্রধানত স্ত্রীই দায়ী। তারই কর্তৃত্বে যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হবে। এখানে তাকে দেয়া হয়েছে এক প্রকারের স্বাধীনতা। স্বামীর ঘর কার্যত তার নিজের ঘর, স্বামীর জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে। সে হবে তার আমানতদার, অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু স্বামীর ঘরের কাজকর্ম কি স্ত্রীকে তার নিজের হাতে সম্পন্ন করতে হবে? এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজমের একটি উক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ

স্বামীর খেদমত করা – কোন প্রকারের কাজ করে দেয়া মূলত স্ত্রীর কর্তব্য নয়, না রান্না-বান্নার আয়োজন করার ব্যাপারে; না রান্না করার ব্যাপারে; না সূতা কাটা; কাপড় বোনার ব্যাপারে; না কোন কাজে।

ফিকাহ্‌বিদগণ এর কারণস্বরূপ বলেছেনঃ

কেননা বিয়ের আক্‌দ হয়েছে স্ত্রীর সাথে যৌন ব্যবহারের সুভ ভোগ করার জন্যে। অতএব স্বামী তার কাছ থেকে অপর কোন ফায়দা লাভ করার অধিকারী হতে পারে না।

অথচ আবু সওর বলেছেনঃ

সব ব্যাপারে স্বামীর খেদমত করাই স্ত্রীর কর্তব্য।

স্ত্রী প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয় (স্বামী স্ত্রীকে উৎফুল্ল হয়ে উঠে)

www.pathagar.com

স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার জন্যে সাধ্যানুসারে উপহার-উপঢৌকন নিয়ে আসে, তার সুখ-শান্তির জন্যে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর এসব কাজের দরুণ আন্তরিক ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। অন্যথায় স্বামীর মনে হতাশা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর ভাল ভাল কাজের শোকরিয়া জ্ঞাপন করে না।

এ শোকরিয়া যে সব সময় মুখে ও কথায় জ্ঞাপন করতে হবে, এমন কোন জরুরী শর্ত নেই। শোকরিয়া জ্ঞাপনের নানা উপায় হতে পারে। কাজে-কর্মে, আলাপে-ব্যবহারে স্বামীকে বরণ করে নেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর মনের কৃতজ্ঞতা ও উৎফুল্লতা প্রকাশ পেলেও স্বামী বুঝতে পারে–অনুভব করতে পারে যে, তার ব্যবহারে তার স্ত্রী তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ এবং সে তার জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করছে, তা সে অন্তর দিয়ে স্বীকার করে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এগারো জন স্ত্রীলোকের এক বৈঠকের উল্লেখ রয়েছে। তাতে প্রত্যেক স্ত্রীই নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে বর্ণনা দানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং তার পরে প্রতেকেই তা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর খুবই প্রশংসা করে। এ প্রশংসা করা যে অন্যায় নয় বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাই এ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়ে, স্বামীর সম্মুখে তার প্রশংসা করা- বিশেষত যখন জানা যাবে যে, তার দরুন তার মেজাজ বিগড়ে যাবে না–তার মন দুষ্ট হবে না-সঙ্গত কাজ।

www.pathagar.com

যৌন মিলনের দাবি পূরণ

যৌন মিলনের দাবি এক স্বাভাবিক দাবি। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সমান। কিন্তু এ ব্যাপারে নারী সব সময় Passive-নিশ্চেষ্ট, অনাগ্রহী ও অপ্রতিরোধীও। পুরুষই এক্ষেত্রে অগ্রসর, active-সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সেজন্যে যৌন মিলনের ব্যাপারে সাধারণত স্বামীর তরফ থেকেই আসে আমন্ত্রণ। তাই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবিকে প্রত্যাখান করা কখনই স্ত্রীর পক্ষে উচিত হতে পারে না। বরং প্রেম-ভালবাসার দৃষ্টিতে স্বামীর যে কোন সময়ের এ দাবিকে সানন্দ চিত্তে, সাগ্রহে ও সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা-মেনে নেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর বাণী সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেনঃ স্বামী যখন নিজের যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্ত্রীকে আহবান জানাবে, তখন সে চুলার কাছে রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজে অমনি তার প্রস্তুত হওয়া উচিত। অপর হাদীসে এর চেয়েও কড়া কথা উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহবান করে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে), তখন যদি সে সাড়া না দেয় – অস্বীকার, করে তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

'হাদীসটি ' থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ ঘটনা যখন রাত্রী বেলা হয়, তখনই ফেরেশতারা অস্বীকারকারী স্ত্রীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করে; কিন্তু আসলে কেবল রাতের বেলার কথাই নয়, দিনের বেলাও এরূপ হলে ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু যৌন মিলনের কাজ সাধারণত রাতের বেলাই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এ জন্যে রাসূলে করীম (স) রাতের বেলার কথা বলেছেন। মূরত এ কথা রাত ও দিন – উভয় সময়ের জন্যেই প্রযোজ্য। অপর এক হাদীসে এ কথাটি অধিকতর তীব্র ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। তা এইঃ

যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে তার শয্যায় ডাকবে, তখন যদি স্ত্রী তা অমান্য করে–যৌন মিলনে রাযী হয়ে তার কাছে না যায়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট-ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। অনুরূপ আর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ স্ত্রী যদি তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণে সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না আসবে, ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে। আর একটি হাদীস হচ্ছেঃ তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উত্থিত হয় না তাদের কোন নেক কাজও। তারা হচ্ছেঃ পলাতক ক্রীতদাস –যতক্ষণ না মনিবের নিকট ফিরে আসবে, নেশাখোর, মাতাল–যতক্ষণ না সে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হবে এবং সেই স্ত্রী, যার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট-যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

ইবনে জাওজীর 'কিতাবুন্ নিসা'য় উদ্ধৃত অপর এক হাদীসে আরো বিস্তৃত কথা বলেছেন –হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ

www.pathagar.com

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

হযরত মুয়াবীয়া আল কুশাইরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন; আমি বলিলাম, হে রাসূল আমাদের স্ত্রীদের কোন্ অংশ আমরা ব্যবহার করিব, আর কোন্ অংশ ছাগিয়া দিব ? জওয়াবে রাসূলে করীম (স) বলিলেনঃ তুমি তোমার ক্ষেতে যে ভাবে ও যেদিক দিয়াই ইচ্ছাকর আসিতে ও ব্যবহার করিতে পার। তাহাকেও খাইতে দিবে যখন তুমি খাইবে, তাহাকে পরিতে দিবে যখন তুমি পরিবে। আর তাহার মুখমণ্ডল কুৎসিত বীভৎস করিবে না, মারিবে না। (আবু দায়ূদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসটি বর্ণনাকারী হযরত মুয়াবীয়া আল কুশাইরী হইতে বর্ণিত। এই পর্যায়েরই আরও একটি হাদীস ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে উদ্ধৃত হাদীসটিতে সাহাবীর প্রশ্ন ছিল স্ত্রীর কোন্ অঙ্গ যৌন উদ্দেশ্য পূরণার্থে ব্যবহার করিব এবং কোন্ অংশ নয়।

সেই সম্পর্কে রাসূল করীম (স) প্রশ্নের জওয়াবে যাহা বলার তাহাতো বলিয়াছেনই। সেই সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের কথাও বলিয়া দিয়াছেন। বস্তুত রাসূলে করীম (স)-এর কথা বলার ধরণই ছিল এই। তিনি শুধু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের জওয়াব দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, প্রসঙ্গত আরও যাহা বলার এবং প্রশ্নকারীর মনস্তত্বের প্রেক্ষিতে ও আনুসঙ্গিক দায়িত্ব হিসাবে যাহা বলা তিনি জরুরী মনে করিতেন তাহাও তিনি বলিয়া দিতেন।

সাহাবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শুধু একটি কথাঃ স্ত্রীর কোন্ অঙ্গ যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিব, আর কোন্ অঙ্গ ব্যবহার করিব না ? জওয়াবে নবী করীম (স) বলিলেন ঃ স্ত্রীর যৌন অঙ্গই তোমার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত। এই ক্ষেতে চাষাবাদ করা ও সেই চাষাবাদের ফলে উহা হইতে ফসল পাইতে চাওয়া ও ফসল যাহা হয় তাহা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করাই কৃষকের কাজ। স্ত্রীর যৌন অঙ্গে চাষাবাদ করার জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম বা পদ্ধতি নাই। কৃষকের নিকট ক্ষেতই হয় আসল লক্ষ্য। নির্দিষ্ট ক্ষেত ছাড়া সে অন্যত্র লাঙ্গল চালায় না, পরিশ্রম করে না। স্বামীর নিকট স্ত্রীর যৌন অঙ্গও ঠিক অনুরূপ সন্তানের ফসল ফলাইবার ক্ষেত বিশেষ। রাসূলে করীম (স) এই কথাটিতে কুরআন মজীদের বাষা হুবহু অনুসৃত ও প্রতিফলিত হইয়াছে। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছেঃ

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ক্ষেত। তোমরা তোমাদের সেই ক্ষেতে গমন কর যেভাবে যে দিক দিয়াই তোমরা ইচ্ছা কর।

www.pathagar.com

অর্থাৎ স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ছাড়া তাহার দেহের অন্য কোন অঙ্গ যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়- নয় স্বাভাবিক। ইহা ছিল সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়। আর ইহা নিছক স্বামীর অধিকার ও ভোগ সম্ভোগ সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু রাসূলে করীম (স) এই কথাটুকু বলিয়া ও স্বামীর অধিকারের কথাটুকু জানাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না। তিনি সেই সঙ্গে স্ত্রীর স্বামীর কর্তব্যের কথাও বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলেন এবং বলিলেনঃ স্ত্রীর খাওয়া পরা যথাযথ জোগাইয়া দেওয়া স্বামীর প্রধান কর্তব্য। ইহার প্রতি কোনরূপ উপেক্ষা অবহেলা প্রদর্শন এবং কেবল নিজের অদিকারটুকু যেমন ইচ্ছা আদায় করিয়া লওয়া মানবিক ও মানবোচিত কাজ হইতে পারে না। অধিকার আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কর্তব্যটুকুও যথাযথ পালন করিতে হইবে।

এই সঙ্গে আবূ দাউদ উদ্ধৃত ও হযরত মুয়াবীয়া আল-কুশাইরী বর্ণিত অপর একটি বর্ণনাও উল্লেখ্য।

হাদীসটি এইঃ

আমি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে বলিলামঃ আপনি আমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলিলেনঃ তোমরা তাহাদিগকে খাইতে দিবে যাহা তোমরা খাও তাহা হইতে, তাহাদিগকে পরিতে দিবে যাহা কিছু তোমরা পরিধান কর তাহা হইতে। আর তাহাদিগকে কখনও মারধর করিবে না এবং তাহাদিগকে কখনও কুৎসিত ও বীভৎস করিবে না।

মুসনাদে আহমাদ, আবূ দায়ূদ ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এই হাদীসটির ভাষা এই রূপঃ

নবী করীম (স)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার? তিনি বলিলেনঃ তুমি তাহাকে খাওয়াইবে যখন তুমি খাইবে, তাহাকে পোশাক পরিতে দিবে যেমন তুমি পরিধান করিবে। মুখমণ্ডলের উপর আঘাত হানিবে না, কুৎসিতও করিবে না, অশ্লীল গাল-মন্দ করিবে না এবং ঘরের মধ্যে ছাড়া তাহাকে ত্যাগ করিবে না- তাহার সহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না।

স্ত্রীর খাওয়া-পরা প্রয়োজন ও মান অনুযায়ী সংগ্রহ ও পরিবেশন করা স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তৃব্য এবং ইহা স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রীদের আদব-কায়দা শিক্ষাদান ও শরীয়াত পালন করিয়া চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে যদি কখনও কিছুটা প্রহরও করিতে হয়, তবুও সে মার-এ মুখ মন্ডলের উপর কোন রূপ আঘাত

www.pathagar.com

হানিতে পারিবে না। স্ত্রীর প্রতি কোন রূপ সন্দেহ বা অসন্তুষ্টির উদ্রেক হইলে শয্যাতেই তাহার সহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা যাইবে। অর্থাৎ ঘুমাইবে যথারীতি একই শয্যায়; কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিবে না। স্ত্রীকে শাসন করার ইহা একটা বিশেষ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি। তাহাকে ত্যাগ করিতে হইলে করিবে ঘরের মধ্যেই, ঘরের বাহিরে নয়, উপরোক্ত কথাটির তাৎপর্য ইহাই। ক্রোধান্ধ হইয়া না নিজে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে, না স্ত্রীকে ঘরের বাহিরে যাইতে বাধ্য করিবে। স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য ইহাই সর্বশেষ পদ্ধতি। ইহার ওপাশে স্বামীর আর কিছু করিবার নাই।

একই বর্ণনা হইতে অবশ্য জানা যায়, নবী করীম (স) তাঁহার বেগমদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার মসজিদ সন্নিহিত হুজরায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

'তোমরা মা'১ বলিতেছেন, তুমি কি রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত পালন হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছ? রাসূলে করীম (স)-এর নিয়ম তো এই ছিল যে, তাঁহার বেগমদের মধ্যে কেহ ঋতুবতী হইলে তিনি তাঁহার সহিতএকত্রে শয়ন করিতেন এবং এই দুইজনের মধ্যে একখানা কাপড় ছাড়া পার্থক্য বা বিভেদকারী আর কিছুই থাকিত না। অবশ্য পরনের সেই কাপড় কখনও হাঁটুর উপর উঠিত না।

রাসূলে করীম (স) এক প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেনঃ

ঋতুবতী স্ত্রী তাহার পরণের কাপড় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইবে। অতঃপর উপর দিয়া যাহা কিছু চায় করিতে পারে।

ঋতুবতী স্ত্রীর প্রতি ইয়াহুদীদের আচরণ অমানবিক। আর খৃস্টানদের আচরণ সীমালংঘনকারী-তাহারা যৌন সঙ্গম পর্যন্ত করিত এই অবস্থায়ও। কিন্তু ইসলাম এই সীমালংঘনমূলক আচরণের মাঝে মধ্যম নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

এই সবের ভিত্তিতে জমহুর ফিকাহ্‌বিদদের মত হইলঃ

কাপড়ের উপর দিয়া যত পার সুখ সম্ভোগ ও আনন্দ লাভ কর। কাপড়ের নীচে যাইবে না। ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফেয়ীও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১. রাসূলে (স)-এর বেগমগণ সর্ব সাধারণ মুসলমানদের জন্য মা-তাঁহারা উম্মাহাতুল মু'মিনীন। হাদীসটিতে কথা এই হিসাবেই বলা হইয়াছে।

www.pathagar.com

নারীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী

হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হযরত নবী করীম (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ পৃথিবী সুমিষ্ট-সুস্বাদু সবুজ-সতেজ। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে এই পৃথিবীতে তাঁহার খলীফা বানাইয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি যেন দেখিতে পারেন তোমরা কিরূপ ও কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা ভয় কর পৃথিবী, ভয় কর নারীদের। কেননা বনী ইসরাইলীদের সমাজে যে প্রথম বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল এই নারীদের লইয়া।

(মুসলিম, বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

এই পৃথিবী সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করা উচিত, পৃথিবীতে মানুষের স্থান 'পজিশন' কি এবং এই পৃথিবীতে মানুষের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত, উপরোক্ত হাদীসটির মূল বক্তব্য সেই পর্যায়ের। দুনিয়া বাস্তবতার দৃষ্টিতে মানবজীবনে কি রূপ লইয়া দেখা যায়, এখানে মানুষের জীবনের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য কি এবং কিরূপ সতর্কতার সহিত এখানে মানুষের জীবন যাপন করা উচিত তাহাই মৌলিকভাবে বলা হইয়াছে এই হাদীসটিতে।

প্রথমতঃ রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, দুনিয়াটা সুমিষ্ট শ্যামল সবুজ সতেজ। মানুষের নিকট ইহা চিরকারই লোভনীয় ও আষর্ণনীয় হইয়া দেখা যায়। বৈষয়িক সুখ-শান্তি ও স্বাদ সুমিষ্ট ফলের মতই। উহা যেমন মানুষকে প্রলুব্ধ করে, তেমনি উহা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণও করে অত্যন্ত তীব্রভাবে। মানুষ স্বভাবতই এই সব পাওয়ার জন্য আকুল ও উদগ্র হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ ইহা যতই আকর্ষণীয় ও লোভনীয় হউক-না-কেন, উহার আয়ূষ্কাল খুবই সীমাবদ্ধ। খুব অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাতে স্থায়ীত্ব বলিতে কিছুই নাই। ইহা নয় শাশ্বত বা চিরস্থায়ী। কিন্তু ইহার ক্ষণস্থায়ীত্ব ও প্রতিমূহুর্ত তিলে তিলে অবক্ষয়মানতা মানুষ সাধারণত বুঝিতে পারে না, উপলব্ধীও করিতে পারে না। ফলে মানুষ এক মায়া মরীচিকার পিছনে পাগলপারা হইয়া ছুটিতে থাকে। আর ইহার পরিণাম মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কখনই ভাল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এই পৃথিবীর বুকে খলীফার মর্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। 'খলীফা' বলা হয় তাহাকে যে প্রকৃত মালিক বা কর্তা হয় না, হয় আসল মালিক ও কর্তার প্রতিনিধি। আসল মালিক ও কর্তার যাবতীয় কাজের কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব তাহার উপরই অর্পিত হয়। কিন্তু সে কর্তৃত্ব সে নিজে ইচ্ছামত চালাইতে পারেনা প্রকৃত মালিকের দেওয়া আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি অনুসরণের ভিত্তিতেই সে এই কাজ করিতে বাধ্য। বস্তুত মানুষও এই দুনিয়ার আসল মালিক ও কর্তা নয়। আসল মালিক ও কর্তা মহান আল্লাহ তা'আলা তিনি মানুষকে এই দুনিয়া পরিচালনার যেমন অধিকার ও সুযোগ দিয়াছেন, তেমনি দিয়াছেন, সেই অধিকার ও সুযোগ ব্যবহারের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক আইন ও বিধান। এই হিসাবেই মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র

www.pathagar.com

খলীফা। কুরআন মজীদেও আল্লাহ্ তা'আলার মানব সৃষ্টি পূর্বের ঘোষণা করা হইয়াছে আমি দুনিয়ায় খলীফা বানাব।'

এই ঘোষণানুযায়ী প্রত্যেকটি মানুষই ব্যক্তিগতভাবে এবং সমস্ত মানুষ সামষ্টিকভাবে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্রন খলীফাহ্। এই খিলাফাত এই দিক দিয়াও যে, প্রত্যেক যুগের মানুষ তাহাদের পূর্ববর্তী যুগের স্থলাভিষিক্ত। আর সামষ্টিকভাবে গোটা মানব জাতি তাহাদের পূর্ববর্তী পৃথিবী-অধিবাসীদের -তাহারা যাহারাই হউক না কেন-স্থলাভিষিক্ত। এই স্থলাভিষিক্তার মধ্যে এই কথাটিও নিহিত রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের পরবর্তী কালের লোকদের জন্য নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়াা যাইতে হইবে। তখন তাহাদের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের স্থানে হইবে আল্লাহ্র খলীফা। এই দুনিয়ায় সর্বযুগের মানুষের প্রকৃত অবস্থান কোথায়, তাহা বুঝাইবার জন্য রাসূলে করীম (স)-এর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে মানুষের আসল অবস্থানের কথা বলার পর রাসূলে করীম (স) বলিয়াছেনঃ মানুষকে এইভাবে খলীফা বানাইবার মূল্যে আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, তিনি বাস্তবভাবে দেখিতে চাহেন, মানুষেরা কি রকমের কাজ করে-ব্যক্তি হিসাবে এবং সমষ্টিকভাবে। কুরআন মজীদে এই পর্যায়ে বলা হইয়াছেঃ সেই মহান আল্লাহ্ই মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ কে করে, তাহা পরীক্ষা করিবেন।

এই পরীক্ষায় সঠিকভাবে উত্তীর্ণ হইবার জন্য আহবান জানাইয়া রাসূলে করীম (স) মানুষকে দুনিয়া এবং নারী সমাজ সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বলিয়াছেন। দুনিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কতাবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন এই জন্য যে, দুনিয়া বাস্তবিকই এমন একটি স্থান যেখানে মানুষ নিজেদের প্রকৃত অবস্থানের কথা ভুলিয়া গিয়া অবাঞ্চনীয় ও মারাত্মক ধরনের কাজ কর্মে লিপ্ত হইতে পারে। আর এই দুনিয়ায় মানুষের বিভ্রান্তির সর্বাপেক্ষা বড় কারণ হইতে পারে নারী। কেননা দুনিয়ায় পুরুষের জন্য সর্বাধিক তীব্র আকর্ষণীয় হইতেছে নারী, আর নারীর জন্য পুরুষ। এই আকর্ষণ নারী ও পুরুষকে অবৈধ সংসর্গ ও সংস্পর্শে প্রবৃত্ত করে এবং উভয় উভয়ের নিকট হইতে সর্বাধিক স্বাদ গ্রহণে লালায়িত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই অবস্থাটা মানুষের জন্য কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। তারা ইহা যে কল্যাণকর হইতে পারে না, বনী ইসরাইলীদের বিপর্যয়ের ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাসূলে করীম (স) তাঁহার নারী সংক্রান্ত সতর্কীকরণের যুক্তি হিসাবে সেই ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেনঃ বনী ইসরাইলীরা যে কঠিন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, নারীই ছিল উহার প্রথম কারণ। সেই সমাজের নারীরা তাহাদের পুরুষদেরকে প্রথমে অবৈদ সংসর্গে প্রলুব্ধ করে। তাহার পরই গোটা সমাজের যে পতন ও বিপর্যয় শুরু হয়, তাহারই পরিণতিতে তাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক চরমভাবে অভিশপ্ত হয়। বস্তুত যে সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মিলনের নিয়ন্ত্রণহীন সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, সে সমাজের সর্বাত্মক পতন ও বিপর্যয় কেহই রোধ করিতে পারে না। সমাজ জীবনে সুস্থতা ও পবিত্রতা

www.pathagar.com

রক্ষার এই হাদীসটি দিগদর্শনের কাজ করে। রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি আরও গুরুত্ব সহকারে বলা হইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায়। সায়ীদ ইবনে জায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল নবী করীম (স) ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আমার পরে লোকদের মধ্যে পুরুষদের জন্য সর্বাধিক বিপদ মেয়েদের হইতে আসার আশংকাবোধ করিতেছি।

এই হাদীসে বলিয়াছেন পরীক্ষার মাধ্যম। ইহার আর এক অর্থ বিপদ, মুছীবত, বিপর্যয়। এই বিপদম-মুছীবত-বিপর্যয়ও পরীক্ষারই উদ্দেশ্যে। বস্তুত নারীরা পুরুষর ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে একটা বিরাট পরীক্ষা-মাধ্যম। কেননা আল্লাহ্ ত'আলা পুরুষদের স্বভাব প্রকৃতিতেই নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ সংরক্ষিত করিয়াছেন। এই আকর্ষণের দরুন পুরুষরা জ্বেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে পারে যেমন, তেমনই তাহাদের জন্য পুরুষরা মারা-মারি কাটাকাটি বা পারস্পরিক কঠিন শত্রুতায় লিপ্ত হইতে পারে - হইয়া থাকে। অন্তত নারীরা যে পুরুষদেরকে দুনিয়ার দিকে অধিক আকৃষ্ট করিতে ও হালাল-হারাম নির্বিচারে অর্থ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত করিতে পারে-করিতে থাকে, তাহাতে কিছুমাত্রা সন্দেহের অবকাশ নাই। আর মানুষের জন্য অধিক ক্ষতিকর বিপদ আর কিছু হইতে পারে না। রাসূলে করীম (স)-এর কথা 'আমার পর' - ইহার অর্থ, আমি দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত এই ব্যাপারে জনগণকে সর্বোতভাবে সাবধান ও সর্তক রাখিয়াছি। ফলে নারীকেন্দ্রিক সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপর্যয় অনেকাংশে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই 'কারণ' কি একটি চিরস্থায়ী ব্যাপার? এবং ইহা কি সর্বাধিক ক্ষতিকর বিষয়/ এই ক্ষতিকর 'কারণ' কি মানুষকে অনেক বেশী ক্ষতির মধ্যে ফেলিবে? এইরূপ আশংকা রাসূলে করীম (স) দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার সময়ও অনুভব করিতেছিলেন। বস্তুত সেই তীব্র আশংকাবোধই প্রকাশিত হইয়াছে রাসূলে করীম (স)-এর এই কথাটি হইতে।

হাফেজ ইবনুল হাজার আল-আসকালানী লিখিয়াছেনঃ

অন্যান্য জিনিসের দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয়ের তুলনায় নারীদের সৃষ্টি বিপর্যয় অনেক কঠিন মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী হইয়া থাকে।

কুরআনে মজীদে নৈতিক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ সমূহের উল্লেখ প্রসঙ্গে এই নারীদের প্রতি যৌন আকর্ষণকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ নারী আকর্ষণের প্রেম মানুষের জন্য সাধারণভাবে বেশী চাকচিক্যপূর্ণ বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে সব কারণে বিপর্যয় ঘটে, তাহার মধ্যে নারীই হইতেছে আসল কারণ।

চিন্তাবিদ বিজ্ঞানীরা বলিয়াছে ঃ নারীর সবটাই বিপর্যয়ের কারণ। আর তাহাতে অধিক খারাপ দিকটি হইল এই যে, তাহাদিগকে এড়াইয়া চলা খুবই অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

নারীদের বিবেক-বুদ্ধির স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতা এবং দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে কম দায়িত্বের কারণে বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে তাহারা কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

নারীর পদ যুগল প্রদর্শনী

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের কারণে নিজের কাপড় মাটি পর্যন্ত প্রলম্বিত করে টেনে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি তাকাবেনও না।" এই কথা শুনে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) নিবেদন করলেন, মেয়েরা তাদের আঁচল কি করবে?' তিনি বললেন, রিঘত খানেক ঝুলিয়ে রাখবে।' (কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন টাখনু গিরে পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখবে। উম্মে সালামা আরয করলেন, 'এমতাবস্থায় তো তাদের পা দেখা যাবে।' তিনি বললেন তাহলে যেন এক হাত পরিমাণ নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। তার চাইতে বেশী নয়।" বায়হাকী বলেছেন, এ হাদীসটি থেকে প্রমাণ হয়, মহিলাদের পূর্ণ পা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। প্রথম যুগের মুসলিম মহিলাগণ ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসমূহ রক্ষা করে চলতেন। পায়ের গোছা বা পায়ের সতর উন্মুক্ত হয়ে যায় কিনা সে ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। এ জন্য তাঁরা নিজেদের আঁচল এতোটা নিচের দিকে ছেড়ে দিতেন যে, উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিবেদন করতে হয়, "ওগো আল্লাহর রাসূল! লম্বা করে চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেবার কারণে তা তো মাটিতে লেগে নোংরা ও নাপাক হয়ে পড়ে।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'পরে তা ধুইয়ে নিও।' (আবু দাউদ)

মহিলাদেরকে যমীনের উপর পা মেরে মেরে চলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, আর তারা যেন যমীনের উপর নিজেদের পা মেরে মেরে আওয়াজ করে না চলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে না পড়ে।" অর্থাৎ মহিলারা হেঁটে চলার সময় এমনভাবে পা মেরে মেরে চলবে না, যার ফলে তাদের পদালংকারের ঝনঝনানি শব্দ শুনা যেতে পারে। কারণ এরূপ আওয়াজ শুনা যাওয়া যীনব প্রকাশের অন্তর্ভূক্ত। বরং তার চাইতে কিছুটা বেশী। কারণ, যে জিনিস প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হবে, সেটারই সতর করতে হবে। জাহেলী যুগে নারীরা পদালংকার পরতো এবং চলবার সময় পা মেরে মেরে সেগুলোর ঝনঝনানি সৃষ্টি করতো যাতে করে পুরুষদের দৃষ্টি তাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়। তাই মুমিন মহিলাদেরকে এরূপ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মহিলাদের কণ্ঠ ঝংকার

কণ্ঠস্বর গোপন বা ঢেকে রাখার জিনিস নয়, তাই সশব্দে নামায পড়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্য সশব্দে এবং নিঃশব্দে পড়ার সীমা একই। তবে তারা মহিলাদের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করেছেন যে, সশব্দে পড়ার ক্ষেত্রে কোমল, সুললিত ও শৈল্পিক কণ্ঠে পড়বে না। কারণ এর ফলে শ্রোতা পুরুষের মন মাতিয়ে তোলে। বরঞ্চ মহিলাদের কণ্ঠস্বরের এই বৈধতা কেবল সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ গানে কেবল শব্দই শুনা যায় না, রবং সেই সাথে আছে আরো অনেক কিছু। সুতরাং এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার দিকটাই প্রভাবশীল। মহিলাদের কণ্ঠস্বর আওরত কি আওরত নয় সে মতভেদ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এরূপ কণ্ঠস্বর তো সীমালংঘন এবং অশ্লীলতার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং ফাতিমার রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর মধ্যে যখন ফিদকের বাগান নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো, তখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফার কাছে গেলেন। বলা হয়, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর মত ব্যক্ত করা এবং নিজের অধিকার প্রমাণ করার জন্য সেখানে দস্তূরমতো একটি বজতাই প্রদান করেন। খলীফা এবং ফাতিমার মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর বাক্য বিনিময়ে হয়। এসব ঘটন থেকে প্রমাণ হয়, নারীদের কণ্ঠস্বর 'আওরত' বা লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত হলো, সাধারণ এবং প্রচলিত কথাবার্তাই বলবে। কোমল মিষ্টি কণ্ঠের কথাবার্তার জন্যে এমত প্রযোজ্য নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অকাট্য নির্দেশ রয়েছে, 'কোমল মিষ্টি সুরে কথা বলো না। এতে দুষ্টমনের কোন লোক লালসার পড়তে পারে।' নবী স্ত্রীগণকে কথাবার্তা বলার এই সভ্যরীতি শেখানোর মাধ্যমে মূলত গোটা মুমিন মহিলা সামজকেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা পর পুরুষের সামনে কোমলকণ্ঠে মিষ্টিসুরে কথাবার্তা বলো না। কথার মাধুর্যে পুরুষদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করো না। উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন মোহরের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করতে চাইলেন, তখন মসজিদের শেষপ্রান্ত থেকে এক মহিলা তাঁর বিরোধিতা করেন এবং আয়াতটি পাঠ করেন, 'তোমরা যদি একজন স্ত্রীর স্থলে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও আর তাকে তো বিপুল অর্থসম্পদই দিয়ে থাকো না কেন, তবে তা থেকে কিছুমাত্র ফেরত নিয়ো না।' মহিলাদের কণ্ঠস্বর আওরত বা গোপন রাখার জিনিস নয়। সে কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ সাহাবায়ে কিরামের সাথে কথাবার্তা বলতেন। মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে দীনে বিধান শিখতেন। অবশ্য ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকলে নারী কণ্ঠ শোনা বৈধ নয়। এমনকি তা কুরআন তিলওয়াতের আওয়ায় হলেও। পরনারীর গান শুনা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যেই হারাম। গান, কবিতা, কুরআন তিলওয়াত সবই এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ফিতনা সৃষ্টি হবার আশংকাই এ নিষেধাজ্ঞার কারণ। মহিলাদের ললিত কণ্ঠ উপভোগ করা তাদের দৈহিক সৌন্দর্য উপভোগ করারই সমতুল্য। বরঞ্চ দৈহিক সৌন্দর্যের চাইতে ললিত সুরেলা কণ্ঠস্বর বিপর্যয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিক প্রভাবশালী হয়ে থাকে। কেন না, সুরের সম্মোহন দেখার উদগ্র কামনা সৃষ্টি করে দেয়। দেখার চাইতে কণ্ঠস্বর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মানুষ সহজেই ফিতনায় নিমজ্জিত হতে পারে।

www.pathagar.com

দেবর ও ভাসুরদের সামনে নিজেকে প্রকাশ

হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা (গায়রে মাহরাম) মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যু সমতুল্য।' হাদীসে 'হামওয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হামওয়া মানে স্বামীর আপন ভাই এবং আত্মীয় ভাই উভয়টাই বুঝায়। হাদীসটির তাৎপর্য হলো, একজন মহিলার জন্য দেবর বা ভাসুরের সামনে পর্দা না করার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।

'তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) থেকে কিছু চাইবে, পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য সর্বোত্তম পন্থা।' এ আয়াতটির বিধান নাযিল হয়েছে মূলত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে। আয়াতটির শানে নুযুল হলো, একবার উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, 'আপনি যদি আপনার স্ত্রীগণকে পর্দা করার নির্দেশ দেন তবে খুবই উত্তম হয়। কারণ তাঁদের কাছে ভালো মন্দ সব ধরনের লোকেরাই আসে। অতঃপর এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, মুসলমানদের যদি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে কিছু চাইতে হয়, কিংবা কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হয়, তবে তার অনুমতি আছে এবং তা অবশ্যই পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে বা জিজ্ঞেস করতে হবে। আর পর্দা করাকে অন্তরের পবিত্রতা রক্ষার সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ পুরুষের মনে নারী সম্পর্কে আর নারীর মনে পুরুষ সম্পর্কে যে কুচিন্তা সৃষ্টি হয়, তা থেকে কেবল পর্দা করার মাধ্যমেই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

তাছাড়া পর্দা শো'বা সন্দেহ এবং অপবাদ অভিযোগ থেকে রক্ষা পাবারও এক বড় উপায়। যৌন জীবনকে হিফায়ত করারও এটা সর্বোত্তম পন্থা। এ আয়াত থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, পুরুষ বা নারী করোই নিজের সম্পর্কে এতোটা অটুট অবস্থা পোষণ করা উচিত নয় যে, নারী বা পুরুষের সাথে পর্দাহীন অবাধ মেলামেশা দ্বারা কোনো প্রকার নৈতিক অধঃপতন হবে না। আসলে পর্দাহীন মেলামেশা থেকে বিরত থাকাই উত্তম পন্থা। আত্মরক্ষার উপায়। নিষ্পাপ পবিত্র জীবন যাপনের পথ। আয়াতটির বিধান কেবলমাত্র উম্মুল

www.pathagar.com

মুমিনীনদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই। কারণ এখানে তো পর্দা করার উদ্দেশ্যও বলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং একই উদ্দেশ্য লাভের জন্য তা সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণ তো তাকওয়া পরহেযগারী এবং পূত পবিত্রতার দিক থেকে অন্য মহিলাদের তুলনায় ছিলেন অনেক ঊর্দ্ধে। সুন্দরতম মহামানব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বামী হিসেবে পেয়ে হয়েছিলেন পূর্ণ পরিতুষ্ট। তারপরও তাঁদের জন্য এরূপ পর্দা পদ্ধতি ফরয করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁদের পবিত্রতার জন্যে যে পর্দার ব্যবস্থা ফরয করে দেয়া হয়েছে, অন্যসব মুমিন মহিলাদের জন্যও তা ফরয হওয়া তো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের জন্য তো এ ব্যবস্থা বরং অধিকতর জরুরী। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা বলেছেন 'আর মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেমন নিজেদের চোখ বাঁচিয়ে চলে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে এবং রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে চলে, তবে যা এমনিতেই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ছাড়া। আর যেন তারা নিজেদের বক্ষ-দেশের উপর ওড়না ফেলে রাখে।' এ সূরায় পবিত্রতা রক্ষা এবং সত্যের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কুফাবাসীদের জন্য এ ফরমান (বা নির্দেশ) পাঠান, ' তোমরা নিজেদের মহিলাদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও।' একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের মহিলাদের সূরা নূর এবং সূতা কাটা শেখাও।' আয়াতটিতে প্রথমেই চোখ বাঁচিয়ে চলতে বলা হয়েছে। তারপরে লজ্জাস্থানের হিফাযতের কথা বলা হয়েছে। লজ্জাস্থানের হিফাযতের পূর্বে চোখ বাঁচানোর কথা বলার কারণ হলো, 'চোখ মনের গোয়েন্দা।' একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত তীরসমূহের একটি। সুতরাং যে নিজের চোখ বাঁনালো, আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ঈমানের স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।' মহিলাদের জন্য গায়রে মাহরামদের সামনে মুখমণ্ডল এবং হাত খোলা রাখা জায়েয। তবে পুরুষদের জন্য কামনার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকানো জায়েয নয়।

www.pathagar.com

পর্দার শিথিল অবস্থা

সেই সব শিশু, যারা এতোটা কম বয়সের যে, নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক সম্পর্কে কোনো বোধই তাদের এখনো উদয় হয়নি। কম বয়সের কারণে এখনো মহিলাদের রস-রসিকতা এবং বিশেষ ধরনের ভাবভংগিমা বুঝে না। এরূপ বালকদের আসা যাওয়া এবং তাদের থেকে পর্দা না করলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেসব বালক বয়প্রাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে, কিংবা তাদের মধ্যে বালিগ হবার চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়েছে, যারা নীরাদের বিশেষ ধরনের কথা বার্তার অর্থ বুঝে এবং সুন্দরী অসুন্দরী মহিলার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, তাদের আসা যাওয়া এবং তাদের সামনে বেপর্দা থাকা উচিত হতে পারেনা। এমন সেবক বা অধীনস্থা চাকর, যে কখনো মনিবের সমকক্ষতা চিন্তাই করতে পারে না এবং সেই সাথে নির্বোধ এবং নির্লিপ্তও বটে। অপর একটি মতানুযায়ী এমন পুরুষ যে কোনো উঁচু পরিবারে থাকে, তারা তাকে খোরপোষ প্রদান করে আর সে জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকে এতোটা নির্বোধ যে, নারীর কথা চিন্তাই করে না এবং তার কানো যৌন বাসনাও নাই। এই সবগুলো মতই প্রায়ই কাছাকাছি অর্থবোধক। এই মতগুলোতে যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ হয়েছে, তা মূলত এমন ব্যক্তির মধ্যে একত্রেই সমাবেশ ঘটে থাকে, যে নির্বোধ, বুঝ জ্ঞান রাখে না এবং এতোটা কাপুরুষ যে, মেয়েদের ব্যাপারে আকর্ষণই বোধ করে না। মুফাসসিরগণের মতামত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দু'টি বিষয় মীমাংসিত। এক॥তারা এমন লোক, প্রকৃতিগভাবেই যারা নারীর প্রয়োজন ও আকর্ষণ অনুভব করে না। দুই॥তাদের নিয়োগ ও তত্ত্বধানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অন্যথায় তাদেরকে সামনে আসা যাওয়া করা থেকে নিষেধ করা জরুরী।

উম্মুল মুমিনীর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। এক নারীভাবাপন্ন ব্যক্তি নবী করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারে আসা যাওয়া করতো। সবাই তাকে 'গায়রা উলিল ইবরা' (নারীর প্রতি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত এবং প্রয়োজনহীন) মনে করতো। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে দেখেন সে এক মহিল প্রশংসা করে বলছে, মহিলাটি যখন সামনে আসে তখন তার পিটে চারটি কুঞ্চন পড়ে। যখন পিছের দিকে যায় তখন পড়ে আড়টি কুঞ্চন। আসলে এ কথা দ্বারা লোকটি ঐ মহিলার সাথে যৌন আচরণ সংক্রান্ত অবস্থারই চিত্র তুলে ধরছিল। তার এসব কথার

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে নবী করীম তাঁর পরিজনদের বলে দিলেন, 'আমার মনে হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যা কিছু হয়ে থাকে সে সব কিছুরই খবর এ রাখে। আর কখনো যেন সে তোমাদের কাছে না আসে।' এর পর থেকে সবাই তার থেকে পর্দা করতে আরম্ভ করে। পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং হেমায় পাঠিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত সে সেখানেই থাকে। আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খিলাফত আমলে সে তাঁর নিকট মদীনা প্রত্যাবর্তনের আবেদন করে। কিন্তু তিনি অনুমতি প্রদান করেননি। উমারের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আমলেও সে একই আবেদন করে। কিন্তু তিনিও অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। উসমানের আমলেও সে পুনরায় মদীনা ফিরে আসার আবেদন করে। লোকেরাও তার পক্ষে এই বলে সুপারিশ করে যে, সে এখন বৃদ্ধ, দুর্বল এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে, সুতরাং তাঁকে অনুমতি দিন। অতএব তিনি কেবল এতোটুকু অনুমতি দেন যে, প্রত্যেক জুমার দিন মদীনা এসে লোকদের কাছে যা যা চাওয়ার চেয়ে নিয়ে ফিরে চলে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তারা যেন নিজেদের যীনত বা সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে এই লোকদের ব্যতীত, তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, নিজ ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, স্বীয় মেলামেশার মহিলা, স্বীয় দাসদাসী, নিজ অধীনস্থ পুরুষ যারা বিনীত নির্লিপ্ত এবং এমন শিশু মহিলাদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে যাদের এখনো বোধোদয় হয়নি।' এই আয়াতে সেইসব লোকদের কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে, যাদের সামনে মহিলারা নিজেদের সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে। তবে এই প্রকাশ প্রকাশের উদ্দেশ্যে হবে ন, হবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে। মূলত স্বামীর অধিকার কেবল এতোটুকুই নয়, রবং আরো অনেক কিছু। স্ত্রীর গোটা দেহ দেখা এবং উপভোগ করা তার জন্য হালাল। এ কারণেই সবার আগে স্বামীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সকল দিক থেকে স্ত্রীকে দেখার সর্বাধিক অধিকার রয়েছে তার। কুরআন মজীদের আয়াতটিতে স্বামীর কথা উল্লেখ করার পর অন্যান্য মাহরামদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে এ আয়াত থেকে বুঝা যায় মহিলাদের যীনত বা সাজ সৌন্দর্য দেখার ক্ষেত্রে স্বামী ও অন্যান্য মাহরামদের অবস্থা সমান। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার তা নয়। এ হুকুম মূলগতভাবে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একজন মহিলার জন্য তার বাবা ও ভাইর তুলনায় সতীনের ছেলের ক্ষেত্রে অধিক

www.pathagar.com

সতকর্তা অবলম্বন করা জরুরী। মাহরামদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে পিতার ক্ষেত্রে 'আবায়হিন্ন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'আবা' বলতে বাপ, দাদা, নানা এসবই বুঝা যায়।

সুতরাং পিতা বলতে নিজ দাদা, পরদাদা এবং নানা, পরনানাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদের সামনেও স্বামী এবং পিতার মতোই হিজাব ছাড়া আসা যাবে। স্বামীর পিতা স্বামীর পিতাগণ বলতে এখানে স্বামীর পিতা, দাদা, পরদাদা, নানা ও পরনানাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বামীর পুত্র বলতে স্বামীর অন্যান্য স্ত্রীর অর্থাৎ সতীনের পুত্র বুঝানো হয়েছে। এরূপ পুত্রের ঘরের নাতিও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভাই বলতে বুঝায় নিজ মায়ের পেটের ভাই। সৎ মায়ের পেটের ভাই। এখানে তিন ধরনের ভাই অন্তর্ভুক্ত। এক॥বাপ ও মায়ের দিক থেকে আপন ভাই। দুই॥মায়ের দিক থেকে সৎ ভাই, তিন॥বাপের দিক থেকে সৎ ভাই। বোন এবং ভাইদের সব ধরনের পুত্র। সহোদর ভাই এবং শুধুমাত্র পিতা কিংবা শুধুমাত্র মায়ের দিকের ভাইয়ের পুত্ররাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এদের পুত্র এবং নাতি পরনাতিরাও এর অন্তর্ভুক্ত। নিজ মেলামেশার মহিলা বলতে পর্দানশীন মুসলিম মহিলা বুঝানে হয়েছে। এরা হলো দীনী বোন। এদের সামনেও রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে মানা নেই। অমুসলিম কাফির ও মুশরিক নারীদের সামনে রূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করা নিষেধ। কারণ তারা নিজ পুরুষদের কাছে মুসলিম মহিলাদের রূপ সৌন্দর্যের কথা চর্চা করতে পারে। ইবনে জুরাইজ, উবাদা ইবনে নসী এবং হিশামুল করী খৃস্টান মহিলা কর্তৃক মুসলিম মহিলাকে চুমু দেয়াও পছন্দ করতেন না। উবাদা ইবনে নসী বলেছেন, উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আবু উবাইদা ইবনে জাররাহকে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু লিখেছিলেন, 'আমি জানতে পেরেছি, কাফির মহিলারা

মুসলিম মহিলাদের সাথে একই গোসলখানায় যায়। এ কাজ বন্ধ করে দাও। কারণ কাফির নারী কর্তৃক মুসলিম মহিলার স্তর দেখার অনুমতি নাই।' চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঘোষণা করে দেন, 'যেসব মহিলা চেহারা প্রদর্শনের জন্য গোসল খানায় যায়, সেদিন আল্লাহ তায়ালা এদের চেহারাকে কালো করে দেবেন, যেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল কিছু চেহারা হবে মলিন।' ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, কোনো মুসলিম নারীর জন্য বৈধ নয় যে, ইহুদী খৃস্টান মেয়েরা তাদেরকে দেখবে নিজ মেলামেশার মহিলা বলতে মুসলিম মহিলা বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, মুসলিম মুশরিক নারীদের সামনে ওড়না খুলবে না। কারণ

www.pathagar.com

নিজ মেলামেশার মহিলা বলতে মুশরিক নারী বুঝায় না। কোনো কাফির নারী যদি কোনো মুসলিম নারীর দাসী হয়, তবে সে দাসী নিজ কর্ত্রীকে দেখতে পারে।

কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো কাফির নারীকে মুসলিম নারী রূপসৌন্দর্য দেখানো জায়েয নয়। কারণ, কাফির নারীরা 'নিজ মেলামেশার' নারী নয়। চাচা, মামাও মাহারামদের অন্তর্ভুক্ত। কেন্না, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কারো চাচা (এবং মামা) তার বাপেরই সমতূল্য।' চাচা এবং মামার জন্য ভাতিজী এবং ভাগিনীর শরীরের বৈধ অংগসমূহের প্রতি তাকানো জায়েয (অর্থাৎ মুখমণ্ডল, হাত এবং পায়ের তালু)। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবুল ক'ইসের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ভাই আমার দধ চাচা আফলাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চান। এটা পর্দার বিধান নাযিল হবার পরবর্তী ঘটনা। আমি তাকে আনুমতি দিলাম না। অতঃপর নবীকরীম সাল্ললাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম যে, আফলাহ আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিল, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেইনি। একথা শুনে তিনি আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন তাঁকে অনুমতি দেই। আবু দাউদ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন ঃ আফলাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আমার ঘরে এলে আমি তাঁর থেকে পর্দাকরি। তিনি বললেন, তুমি আমার থেকে পর্দা করছো? অথচ আমি তোমার চাচা ! আমি বললাম। দুধতো আপনার ভাইয়ের স্ত্রী পান করিয়েছে। অতঃপর নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে তশরীফ আনলে আমি তাঁর কাছে ঘটনাটা বলি। শুনে তিনি বললেন ঃ বাস্তবিকই সে তোমার চাচা। সে তোমার নিকটে আসতে পারে অর্থাৎ চাচার সাথে গায়রে মাহরামদের মতো পর্দা করার দরকার নাই। চাচা এবং মামাও এমন আত্মীয় যাদের সাথে চিরতরে বিয়ে হারাম। নিজ চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, দেবর, ভাসুর এবং স্বামীর চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ভাই প্রভৃতির সাথে গায়ের মাহরাম পর পুরুষের মতোই পর্দা করতে হবে।

www.pathagar.com

পরিবারের বাইরে নারীর বিচরণ

ইসলাম নারীকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে বাধ্য করেনি। প্রয়োজনে মুসলিম নারী বাড়ীর বাইরে যাবে। শিক্ষা গ্রহণের জন্যে, চাকরীর জন্যে বা অন্য যে কোন প্রয়োজনে সে বাড়ীর বাইরে যাবে। কিন্তু ইসলাম যেভাবে তাকে বাইরে যেতে বলেছে নারী সেই শর্ত পূরণ করে তবেই বাড়ীর বাইরে যাবে। সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

তোমরা জাহিলিয়াতের যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবন পুষ্ট দেহ প্রদর্শন করো না। (আল কোরআন, সূরা আহযাব)

আয়াতে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়নি, নিষেধ করা হয়েছে জাহিলী যুগের নারীদেহ মত নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতো। এ আয়াতে মুসলিম নারীদের যে ঘর থেকে বের হতে চূড়ান্তভাবে নিষেধ করা হয়নি, তার প্রথম প্রমাণ এই যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও মুসলিম মহিলারা ঘরের বাইরে গিয়েছেন।

মসজিদে নামায পড়তে, হজ্জ করার জন্যে, বাযতুল্লাহ তওয়াফ করতে, পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা করতে এবং আরো অনেক অনেক কাজে।

এ আয়াতে যদি ঘরের বাইরে যেতে নিষেধই করা হত তাহলে নিশ্চয়ই রাসূলে করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতেন না। কিন্তু রাসূলের জীবদ্দশায়, সাহাবীদের যুগে এ কাজ যখন অবাধে সম্পন্ন হয়েছে, তখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যেতে সম্পূর্ণরূপে ও অকাট্যভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়নি।

নিষেধ করা হয়েছে অন্য কিছু, যা শরীয়াতে প্রকৃতই নিষিদ্ধ। বরং দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি মুসলিম মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেন, 'তোমাকদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের দরুন ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।"

অপর এক হাদীসে কথাটি আরো অকাট্য, 'মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বের হবার কোন অধিকারই রাখে নাা, তবে যদি কেউ খুব বেশী নিরুপায় হয়ে যায় বরং তার চাকরও না থাকে তবে সে প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে বের হতে পারবে।"

আল্লামা আলূসী এ পর্যায়ে লিখেছেন, "ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ ও বাইরে যাওয়ার নিষেধ অকাট্য ও শর্তহীন নয়। তা যদি হত তাহলে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহিলাদের নিশ্চয়ই হজ্জ, উমরা ইত্যাদির জন্যে কখনো ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না, যুদ্ধ জিহাদের তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন না এবং বাপ-মার সাথে সাক্ষাতের জন্যে, রোগীকে দেখার জন্যে এবং নিকটাত্মীয়দের শোকে শরীক হওয়ার জন্যে কখনো বাইরে যেতে তাদের অনুমতি দিতেন না।" আয়াতে বলা হয়েছে 'তাবাররুজ' করো না। এ 'তাবাররুজ' শব্দ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী লিখেছেন, 'তাবাররুজ' মানে-

www.pathagar.com

হাস্যলাস্য ও লীলায়িত ভঙ্গীতে চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করা, ভিন্ পুরুষের মনে যৌন স্পৃহা জাগিয়ে চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করা, খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরা-যা মেয়েদের শরীর আবৃত করে না, গলদেশ, কণ্ঠহার ও কানের দুল-বালার চাকচিক্য জাহির করা এবং এ ধরনেরই অন্যান্য কাজ। আয়াতে এসবকেই নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এরই ফলে আসে নৈতিক বিপর্যয়, আর মহাগুনাহের দিকে পদক্ষেপ।"

মুব্‌রাদ বলেন, 'মেয়েলোকের যে রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা কর্তব্য, তাকে জাহির করাই হচ্ছে 'তাবাররুজ'।" লাইস বলেছেন, "কোন মেয়েলোক যখন তার মুখ ও দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ করে আর সেই সঙ্গে তার ডাগর চোখের সৌন্দর্যভরা দৃষ্টিও পড়ে, তখন বলা হয় মেয়েলোকটি 'তাবাররুজ' করেছে। আবূ উবায়দা বলেছেন, "মেয়েরা যখন তাদের দেহের এমন সৌন্দর্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে, যা পুরুষদের যৌন স্পৃহা উত্তেজিত করে তুলে, তখন তারা 'তাবাররুজ' করে।" প্রয়োজনে আর জরুরী কাজে ঘর থেকে বেরুতে হলে মেয়েদের সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করা।

কুরআন মজীদের আয়াতে ঘরের বাইরে মেয়েদের অবশ্য পালনীয় হিসেবে বলা হয়েছে, 'হে নবী, তোমরা স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলিম মেয়েলোকদের বলো, তারা যেম সকলেই ঘরের বাইরে বের হওয়াকালে তাদের মাথার উপর তাদের চাদর ঝুলিয়ে দেয়। এভাবে বের হলে তাদের চিনে নেয় খুব সহজ হবে। ফলে তাদের কেউ জ্বালাতন করবে না। আল্লাহ্ প্রকৃতই বড় ক্ষশীল, দয়াবান।'

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন, "জিলবাব হচ্ছে কোর্তা ওড়না-যা দিয়ে শরীর ও মাথা আবৃত করা হয়। ইবনে মাসউদ, উবাদাহ্, কাতাদাহ্, হাসান বসরী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নখরী, আতা-প্রমুখ বলেছেন, ওড়নার উপরে যে চাদর পরা হয়, তাই 'জিলবাব' হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যে কাপড় উপর থেকে নিচের দিকে পরে সমস্ত শরীর আবৃত করা হয়, তাই জিলবাব। ইবনে যুবাইর বলেছেন, 'বোরকা, কেউ বলেছেন, চাদর, যা সমস্ত দেহ পেঁচিয়ে পরা হয়। আল্লামা যামাখশারী লিখেছেন, 'জিলবাব হচ্ছে একটি প্রশস্ত কাপড়-তা ওড়নাা-দোপাট্টা থেকেও প্রশস্ত অথচ চাদরের তুলনায় ছোট। মেয়েরা তা মাথার উপর দিয়ে পরে, আর তা ঝুলিয়ে দেয় তার দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত রাখে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জিলবাব হচ্ছে এমন চাদর যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢেকে দেয়। মুফাস্‌সিরদের মতে, মেয়েরা পরিধেয় কাপড়ের উপরে যা পরে তাই জিলবাব। এক কথায় এ কালের 'বোরকা'। হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন মেয়েলোকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যখন তাদের ঘর থেকে বের হবে তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে চাদর দ্বারা মুখমণ্ডলকে ঢেকে নেবে এবং একটি মাত্র চোখ খোলা রাখবে -এ অত্যন্ত জরুরী।"

আল্লামা আবূ বকর আল-জাস্‌সাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'এ আয়াত

www.pathagar.com

বলে দিচ্ছে যে, যুবতী মেয়েদেরকে ভিন্ পুরুষ থেকে নিজেদের মুখমণ্ডলকে ঢেরে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এবং মেয়েরা তাদের অলংকার ভিন পুরুষের সামনে প্রকাশ করবে না, তবে যা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা প্রকাশ হতে দিতে নিষেধ নেই এবং তাদের বক্ষদেশের উপর ওড়না-দোপাট্টা ফেলে রাখবে।' নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন, নারীর আপাদমস্তক পূর্ণাবয়বই হচ্ছে গোপান করার জিনিস। এ কারণে সে যখন ঘরের বাইরে যায়, তখন শয়তান তার সঙ্গী হয়ে পিছু লয়। এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, নারীর সমগ্র শরীরই হচ্ছে গোপন রাখার বস্তু। তবে নিতান্ত প্রয়োজনের সময় তা প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে সকল ইসলামবিদ সম্পূর্ণ একমত। সে প্রয়োজন কি হতে পারে, যখন নারীর কোন না কোন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন কোন যুবতী নারীর এমন কোন পুরুষ নেই, যে তার হাট-বাজারের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারে, জরুরী জিনিস ঘরে এনে দিতে পারে। তখন সে বোরকা পরে শুধু পথ দেখার কাজ চলে চোখের জায়গায় এমন ফাঁক রেখে ঘরের বাইরে যাবে এবং প্রয়োজনীয় জায়গায় গিয়ে দরকারী খরিদ করে ঘরে ফিরে আসবে। যতি তার বোরকা না থাকে, না থাকে তা যোগাড় করার সামর্থ্য, তাহলে সে যে কোন একখানা কাপড় দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পূর্ণাবয়র আবৃত করে নিয়ে বের হবে।

এছাড়া দুটো ক্ষেত্র আছে, যখন ভিন্ পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল কিংবা দেহের কোন না কোন অঙ্গ প্রকাশ করতে হয়, যেমন ডাক্তার-চিকিৎসকের সামনে অথবা আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে কোন বিষয়ে জবানবন্দী বা সাক্ষ্য দেয়ার সময়ে। তখন মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা সর্ববাদী সম্মতভাবে জায়েয। তাহলে আল্লাহ্র বাণী-'তবে যা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে কথাটির দুটো অর্থ দাঁড়ালো। একটি এই যে, নারীর দেহের পূর্ণাবয়ব পর্দা, অতএব তা ভাল করে আবৃত করেই ঘরের বাইরে বের হবে। তখন সে বোরকা বা যে চাদর-কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা হল, তার বাইরের দিক ভিন পুরুষ দেখলে কোন দোষ হবে না কেননা তা লুকানো তা আর অসম্ভব নয়। এখন তা দেখেও যদি কোন পুরুষ কাবু হয়ে পড়ে, তবে তাকে 'পুরুষ' মনে করাই বাতুলতা। অন্তত তাতে নারীর কোন ক্ষতি নেই, তার কোন গুনাহ্ হবে না। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, দেহের যে অঙ্গ প্রকাশ না করে পারা যায় না, যা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই-বিশেষ প্রয়োজনের দৃষ্টিতে, যেমন ডাক্তারের কাছে দেহের বিশেষ কোন রোগাক্রান্ত অঙ্গ প্রকাশ করা, ইনজেকশন দেয়া, অপারেশন কিংবা রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তা দেখানো কোন দোষ নেই, সে নির্দিষ্ট স্থান এবং প্রয়োজন পূরণের সীমা পর্যন্ত-তার বাইরে নয়। অথবা যেম সাক্ষ্য দেয়া বা জবানবন্দী শোনানোর জন্যে বিচারকের কাছে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দুটো কথাই আল্লাহ্র বাণী 'তবে যা জাহির হয়ে পড়া'র মধ্যে শামিল এবং তা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ জায়েয।

www.pathagar.com

নারী স্বাধীনতার মায়া মরীচিকা

ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে নারীর স্বরূপ এবং তাদে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রচুর দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করে ভালভাবে দেখানো হয়েছে। যে, নারী জীবনের সার্থকতা শুধু তাদের স্বদায়িত্ব সম্পাদনের ওপরেই নির্ভরশীল, অনাধিকার চর্চায় নয়। আমরা এ কথাও আলোচনা করেছি যে, নর-নারীর কর্মক্ষেত্র প্রকাকার করে নেবার ফলে তথাকথিত সভ্যদেশগুলোতে কতসব অনাচার ও আপদ দেখা দিচ্ছে। এখানে আমরা আলোচনা করবো, নারীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দাবী এবং পুরুষদের অহেতুক প্রভাব বিস্তার রোধ করার একমাত্র উপায় ও হাতিয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এখন আমরা এমন জটিল সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করছি, যা মানব জাতির অর্ধাংশ নারীর অধিকার সম্পর্কিত।

যখন আমরা স্বাধীনতার মত মানব জীবনের এমন একটা জটিল সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা ও বিচার-বিবেচনা করতে বসেছি, তখন আর আমাদের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণভংগুর ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যের দাপটে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাদের অনেক কিছুই জানতে, শুনতে ও প্রত্যেকটি ব্যাপারকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে ভালভাবেই যাচাই করে নিতে হবে। হঠাৎ করে কোন কিছুর ওপরে মতামত দিয়ে ফেলা আদৌ ঠিক হবে না। এ ভূমিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ইউরোপীয় নারীদের বাইরের চাকচিক্য ও কাঠামো দেখে তাদের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সাময়িক সুবিধা সুযোগ দেখেই সেটাকে খাঁটি স্থায়ী ভেবে ভুল করলে চলবে না। মানব জীবনের এরূপ বহু মায়া মরীচিকার মাঝে মাঝে আবির্ভব ঘটে, যা তাদের বিভ্রান্ত করে অনেক দূরে নিয়ে পরিশেষে চরম হতাশা ও ব্যর্থতার সাথে ফিরিয়ে দেয়। হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার মত পৃথিবীতে বহু মত ও পথ গজায়, যার বাহ্যিক চাকচিক্য ও নতুনত্বের মোহে অন্ধ হয়ে একদল মানুষ সেদিকে ছুটে যায়। কোনটা বা দু'চার দিন বেঁচে থেকে দুনিয়ারাবাসীকে চমৎকার এক ভেল্কীবাজী দেখিয়ে যায়। যখন মানুষ কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মোহমুক্ত হয়ে উঠে, তখনই তার খেলা শেষ হয়ে যায়। কারণ, সেসব ব্যাঙের ছাতার পৃথিবীর মাটির সাথে তেমন যোগ সূত্র নেই। সেসব আদর্শ মানবের চিরন্তন স্বভাবের পরিপন্থী।

এ ব্যাপারে আমরা রোমক সাম্রাজ্যের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। নবীন ইউরোপের জননী সেই রোমক সাম্রজ্যের কথা পুনরায় আলোচনা করতে হচ্ছে, যার রাজধানী রোম শহরেই খৃষ্টপূর্ব বর্ষশতকে ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। গোড়ার দিকে এ সাম্রাজ্য ছিল ক্ষুদ্রতম একটা দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র

www.pathagar.com

মাত্র। এরপরে শতাব্দীর ভেতরে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গোটা দুনিয়ার উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে ফেললো। সাথে সাথে তাদের সাম্রাজ্যও বেড়ে চললো দিনের পর দিন। নবীন ইউরোপের জননী সেই রোমক সভ্যতা ও নারীদের পর্দায় আবদ্ধ রখার ব্যবস্থা করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এন্‌সাইক্লোপেডিয়ার বর্ণনা দেখা যায়, "রোমের নারীরাও প্রভাবে পুরুষের পছন্দ মোতাবেক কাজ করতো। তারা তাই সর্বদা ঘরকন্যা করাকেই জীবনের ব্রত মনে করে নিয়েছিল। তাদের স্বামী ও বাপ-ভাইরা সংগ্রাম ক্ষেত্রে জীবন-মরণের খেলায় মেতে চলতো। ঘরকন্যার কাজ শেষ করে অবসর সময়টুকু তারা সেলাই ও বুননের কাজ করে কাটিয়ে দিত। তারা খুব কঠোর পর্দা প্রথার অনুসারী ছিল। এমন কি, তাদের ভেতরে যারা ধাত্রীর কাজ করতো, তারাও ঘর ছেড়ে বেরোবার সময়ে মোটা কাপড়ের আববরণ দিয়ে গোটা শরীর আচ্ছাদিত রেখে বের হতো। সে আবরণের ওপরে আবার তারা এরূপ একটা লম্বা চাদর জুড়ে দিত, যা তাদের পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে দিত। এ চাদরের ওপরেও তারা আরেকটা আববণ ব্যবহার করতো। যার ফলে তাদের রূপ তো দূরের কথা, আকৃতিও বুঝাবার সাধ্য ছিল না।

যে যুগে রোমক নারীরা পর্দা করছিল, সে যুগে রোমকরা ছিল সভ্যতা সংস্কৃতির চরম উন্নত পর্যায়ে অধিষ্ঠিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি, মান মর্যাদা-এক কথায় সব দিক থেকেই তারা ছিল দুনিয়ার বুকে অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ জাতি। গোটা দুনিয়া তাদের শৌর্য- বীর্য ও ঐশ্বর্যের কাছে ছিল নেহাতই নগণ্য। কিন্তু সভ্যতা সংস্কৃতি, শৌর্য বীয, সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যে প্রাচুর্য তাদের ভেতরে এনে দিল বিলাস ও বিভ্রান্তির চরম পর্যায়। আর তারই প্রবাহে গা ভাসিয়ে তারা নারীদের ভোগ বিলাসের অনুপম সামগ্রী হিসেবে ঘরের চার দেয়াল থেকে বের করে নিয়ে এলো মুক্ত ময়দানে। তাদের প্রমোদ ভ্রমণের সংগিনী, মগিরা পাত্র সরবরাহকারিণী, বিভিন্ন আখড়ায় ক্ষণিকের আনন্দদায়িনী হয়ে চললো নারী। নারী তখন থেকে পর্দা-প্রাচীর থেকে পেল মুক্তি। কিন্তু তাদের মুক্তির স্বরূপ কিক? এ যেন পাঁজর ছেড়ে মুক্ত হাওয়ায় প্রাণের মুক্তিলাভ।

আমরা জিজ্ঞেস করছি, নারীরা এ বিরাট বিপর্যয় ও ধ্বংস কি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ডেকে এনেছিল? কখনও নয়। সে ব্যাপারে তাদের অপরাধ ছিল না আদৌ। কথা হলো যে, তাদের পর্দা প্রাচীর থেকে মুক্ত ময়দানে এনে ছেড়ে দেয়ায় স্বভাবতই বাইরের কর্মরত পুরুষরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ আকর্ষণই ঈর্ষা, ঝগড়া, এমনকি মারামারি কাটকাটির স্তরে নিয়ে পৌঁছালো। এ হচ্ছে এমন এক ঐতিহাসিক সত্য যা মানতে কেউই দ্বিমত করতে পারে না।

www.pathagar.com

মনীষী লুই পেরূই পেরূল রিভিউ অভ রিভিউজের' একাদশ খণ্ডে 'রাজনৈতিক কোন্দল শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "রাজকীয় কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক মুলনীতিতে যত রকমের অনাচার ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ সব যুগেই একইরূপ দেখা যাচ্ছে। যা ভেবে সবচাইতে বেশী বিস্মিত ও হতভম্ব হতে হয়, তা হচ্ছে এই যে, অতীত যুগেও রাষ্ট্রীয় ও নীতিগত বিপ্লব বিবর্তনের মূলে যে কারণ সক্রিয় ছিল, আজও হুবহু সে কারণ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ যত সব উঁচু পর্যায়ের নৈতিক অবনতি ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে নারীর রহস্যজনক হাতই বেশী কাজ দিয়েছে।"

কিন্তু আমার ধারণা বিজ্ঞ প্রবন্ধকারের গোটা দোষ নারীর কাঁধে চাপিয়ে না দেয়াই ভাল ছিল কারণ, নারীরা আপন থেকে কোন দিনই ধ্বংসকামী হতে যায় না। সেসব হচ্ছে স্বার্থশিকারী পুরুষদের ব্যাপারে। অবশ্য তারা তাদের সে চক্রান্ত জাল বিস্তারের ক্ষেত্রে নারীদের হাতিয়ার রূপ ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞ প্রবন্ধকার কিছুদুর এগিয়েই আজকের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সৃষ্ট পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে দেখাতে শুরু করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ "রোমের গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তী যুগে শাসকমণ্ডলী ও মন্ত্রণা পরিষদের সদস্যরা লাস্যময়ী ও বিলাসীপ্রিয় নারীদের নিয়েই মত্ত থাকতেন। এধরনের নারী সে যুগে যথেষ্ট পাওয়াা যেত। ঠিক সেদিনের সে অবস্থা আজও দেখা যাচ্ছে। আজও নারীদের দিকে চাইলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তারা বিলাস ব্যাসনে যেন আপাদমস্তক ডুবে চলেছে। এ নেশা তাদের প্রায় মাতাল করে তুলেছে।"

এখন বলুন দেখি, যে রোমক জাতি একদিন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বদৌলতে মর্যাদা ও উন্নতির উচ্চতম মার্গে অধিষ্ঠিত ছিল, তারা অবশেষে গৌরবময় অতীতকে বিস্মৃত হয়ে কেন এরূপ ধ্বংসের অতল গুহায় পা বাড়ালো? এতটা উন্নতি ও মর্যাদার আসনে পেয়েও এরূপভাবে বিপর্যয়ের চরম স্রোতে গা ভাসাতে তাদের কি একটুও লজ্জা হলো না? কী করে এ কথা কল্পনা করা যায় যে, তারা তাদের সভ্যতা ও উন্নতির যুগে নারীদের এত কঠোর পর্দায় বন্দী রাখতো, শেষ পর্যন্ত তারা এতটা মাথায় চড়িয়ে দিল যে বাদশাহ্ উযীর, সব কিছুই তাদের ইংগিতে বসতো আর উঠতো। এরূপ বিস্ময়কর পরিবর্তন যে কী করে সম্ভবপর হলো তা আজ কল্পনায় আসতে চায়না।

এসব হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য। তবে এগুলো বিদেশে বিজাতির ওপরে ঘটে গেছে বলে আমাদের তা ভাল করে জেনে রাখা উচিত। কারণ, আমাদের জানা রয়েছে যে, আজ আমরা সেই ধরনের একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর এন্সাইক্লোপেডিয়ার প্রণেতা লিখেছেন যে, যখন নারীর বিলাস ও ব্যসন সাজ-সাজ্জার মহড়ার ওপরে আরোপিত বিধি নিষেধের আইন বাতিল করার দাবিতে রোমকদের ভেতরে বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন রোমের এই বিখ্যাত দার্শনিক

www.pathagar.com

খৃষ্টপূর্ব দু'শ অব্দে স্বজাতির এক বিরাট সমাবেশে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ঐতিয়াহ্যবাহী রোমের নাগরিকবৃন্দ ! তোমরা কি ভেবেছো যে বিধান তোমাদের নারীদের স্বামীর অনুগত রাখছে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োজিত করছে তা তাদের গর্দান থেকে তুলে নিলে তাদের হাজার রকমের বাসনা ও মর্জী তোমরা চরিতার্থ করতে সমর্থ হবে? আজ তারা এতকিছু বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমরা কতটা তাদের স্বদায়িত্বে নিয়োজিত রাখতে পারছি? তোমাদের কি এতটুকু কথা জ্ঞানে আসে না যে, আজ যদি তারা সামান্যতম প্রশ্রয় পায়, তাহলে একদিন তারা তোমাদের সাথে সব ক্ষেত্রেই সাম্যের দাবী তুলে বসবে এবং তোমাদের তাতেও বাধ্য থাকতে হবে। তোমরাই বল দেখি, নারীরা যে শোরগোল শুরু করেছে এবং যে ভাবে বিদ্রোহাত্মক সভা সমিতি করে চলছে, তাতে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কি যুক্তি থাকতে পারে? শুনে নাও, তোমাদের এই নারীদেরই একজন আমাকে মুখের ওপরে শুনিয়ে দিয়েছে -এটা আমাদের খুশী যে, আমরা মেলা তেহারের দিনে আপাদমস্তক সোনায় মুড়িয়ে রঙ-বেরঙের জরীর কাপড় চোপড় পরিধান করে, শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াবো এবং রঙীন গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে কাতারে কারে মিছিল নামিয়ে সেই বাতিল আইনের (যাতে নারীদের সংযত হয়ে চলার নির্দেশ ছিল) ওপরে আমাদের জয়ের আনন্দ ঘোষণা করে ফিরবো। আমরা চাই তোমাদের পুরুষ জাতির যেরূপ শাসকমন্ডলী নির্বাচনের ক্ষমতা রয়েছে, আমাদেরও তা নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকবে। আমাদের ভোটাধিকার দিতে হবে। (বর্তমান অবস্থার সাথে যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে)। আমরা আরও চাই যে আমাদের আয়, ব্যয় ও বিলাস সামগ্রীর ওপরে যেন কেউ হস্তক্ষেপ না করে।"

আমাদের আজকের সামাজিক জীবনে নারীদের যে সীমাহীন স্বাধীনতার সৌভাগ্য রয়েছে তার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেও দেখা যায় যে নারীদের ইতরামী, অসভ্যতা বেহাইয়াপনার যেন শেষ নেই। তারা তাদের অলংকারাদি ও প্রসাধন সামগ্রী, এক কথায় তাদের শোভা বর্ধনে সহায়ক সব কিছুর জন্যই যেন তারা মাতাল হয়ে উঠেছে। এ যুগের নারীদের এসব লক্ষণ মুলত সে যুগের রোমক নারীদের চাইতেও ভয়াবহ পরিণতির ইংগিত দিচ্ছে। সে কথাও এখন ছেড়ে দিলাম। আমরা এখানে দেখাতে চাই যে, রোমকদের বিশাল সাম্রজ্যের পতন ঘটার পরে কি অবস্থাটা দাঁড়ালো। তারপরেও কি সে দেশের নারীরা আপদমস্তক স্বর্ণ বিমণ্ডিত হয়ে রঙ-বেরঙের সাজ -সজ্জা নিয়ে উচ্চাংগের গাড়িতে চড়ে সড়কে সড়কে মহড়া দিয়ে চললো?

পাশ্চাত্যের লেখক ক্যারিংটন লিখেছেন, "ইউরোপে আজ এরূপ বহু শক্তিশালী পার্টি রয়েছে যারা তাদের দাবী-দাওয়া মেনে নেবার জন্য সরকারকে বাধ্য

www.pathagar.com

করে থাকে। অথচ আমরা দেখছি, তাদের একটি দলও আজ পর্যন্ত নারীদের পর্দায় রাখার দাবী উত্থাপন করেনি। কারণ, সেখানে তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। কারণ, সেখানকার ধর্মনেতারা যদিও তারা নারী স্বাধীনতার এতটা বাড়াবাড়ির সমর্থক নন। এখন আমাদের ভেতরে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এক্ষেত্রে তাদের মতৈক্য ঘটালো কিসে?"

আমাদের কথা তো এই যে, আধুনিক দর্শনের স্রষ্টা অগাষ্ট কোঁতে এবং এ যুগের সর্বজনমান্য সেরা মনেবিজ্ঞানীরা একবাক্যে বলছেন যে, নারীরা যে শুধু বেশী স্বাধীন হয়ে গেছে তাই নয়, পড়ন্ত তারা নারীসুলভ স্বভাবই হারিয়ে ফেলেছে। মূলত নারীত্বের সীমাই তারা লংঘন করে চলেছে। পাঠক-পাঠিকাদের অবশ্যই সেসব মতগুলো স্মরণ রয়েছে। সেসবের সামনে সামনে ক্যারিংটনের যুক্তি যে কতটুকু জোর রাখে তা আপনারাই বিবেচনা করবেন। যুগে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মতামত তো রয়েছেই, তার সাথে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সংকলন 'এনসাক্লোপেডিয়ার' উদ্ধৃতিও এ ব্যাপারে মীমাংসার পথ নির্দেশ করেছে। এন্‌সাইক্লোপেডিয়া তো হচ্ছে যুগ যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডার এবং বিশেষ করে ইউরোপীয় সেরা মনীষীদের মতামতের নির্যাস।

সেই এন্‌সাইক্লোপেডিয়া প্রণেতাই নারীর পাল্লায় পড়ে রোমকদের চরম ধ্বংস দেখা দিল তার পরিপ্রেক্ষিত বড়ই আবেগময় ভাষায় লিখেছন, "আমাদের আধুনিক সমাজেও যেভাবে নারী স্বাধীনতা চরম দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে নির্লজ্জ চাল-চলন ও হাসি-তামাসা, তাদের হাবভাব ও সাজ-সজ্জা বিশেষ করে তাদের যে রূপের প্রদর্শনী ও মহড়ার তুমুল আয়োজন চলছে, তাতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, আমাদের ওপরে রোকমদের চাইতেও কঠিন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে। এশিয়ার কেউ যদি আমাদের এসব শুনতে পায় তা হলে আঁৎকে উঠবে। কারণ এসব তাদের কল্পনারও বাইরে কিন্তু সে বেচারারা এর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাবে না। কারণ তাদের ধারণা যে শিক্ষা ও সভ্যতায় ইউরোপ তাদের অনেক ঊর্ধ্বে। তাই ইউরোপের সব কাজই ভাল। যা খারাপ দেখায় তা হয়ত তারা বুঝতে অপারগ বরে মনে হচ্ছে। তাদের চিন্তাশক্তি তা বুঝার মত এখনও উন্নত হয়ে উঠেনি। তাই এশিয়াবাসীদের কখনো ইউরোপীয়দের সমালোচনা করার অধিকার নেই।"

তিনি এ ব্যাপার আরও অনেক কিছু বলার পরে লিখেছেন, "নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নারীদের রং ঢং ও হাল ফ্যাসানের চাল-চলন যে মানব চরিত্রের ওপরে বিষময় প্রভাব বিস্তার করছে, তা শুধু আমরাই আগে, অনুভব করছি না বরং আমাদের খ্যাতনামা সাহিত্যিকরাও এ ব্যাপারে আগে কলম ধরতে তাদৌ কসুর করেননি। যেসব নোভেল আজকাল সবচাইতে জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি

www.pathagar.com

লাভ করছে, তাতেও নারীদের এই বল্গাহীন চাল-চলন ও চরম বেহায়াপনার জঘন্য চিত্র এঁকে দেওয়া হয়েছে। যেসব নারী এ উন্মাদনার চরমে পৌঁচেছে প্রসাধন ও বিলাস ব্যসনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঘর সংসার উজাড় করে চলছে, তাদের থেকে কিভাবে আমরা নিস্তার লাভ করবো তা বুঝতে পারি না। তারা আজ আমাদের সমাজের শালীনতা ও সভ্যতার মাথা খেয়ে চলেছে ও তার মূলসহ উপড়ে ফেলার উপক্রম করছে। এক কথায় বলা চলে-এ রোগের দাওয়াই নেই।"

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে, পুরুষরা নারীদের কোন্ ধরনের সৃষ্টি রূপে চায়? তারা কি তাদের ভেতরকার মানবীয় বাসনা কামনার লুপ্ত শক্তিকে ধুয়ে মুছে ফেরেশ্‌তা হয়ে যাবে? তারা কি সর্ববিধ অনুভূতিশূন্য জড়বস্তু হয়ে থাকবে ? এমন চিন্তা যদি কোন পুরুষের মাথায় খেলতে থাকে তা বড়ই পরিতাপের বিষয় বটে। পুরুষরা হাজার প্ররোচনা ও চক্রান্তজালে নারীদের আকৃষ্ট করার সীমাহীন সাধনা চালানো সত্ত্বেও দুর্বল নারীদের তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকতে হবে, নইলে সমাজে তাদের তিলমাত্র ঠাঁই হবে না। একি পুরুষের নির্দয় মনোভাবে পরিচায়ক নয়? এর চাইতে কি নারীদের পর্দার জীবন মারাত্মক?

এখানে হয়ত কেই প্রশ্ন তুলে বসবে যে, তা হলে তোমরা যারা পর্দা প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, তারা পুরুষদের পর্দায় থাকার বিধান দিচ্ছো না কেন? আক্রমণকারীদের বেঁধে রাখার ব্যবস্থা না করে আক্রান্তদের কঠোর বন্দী শিবিরে আবদ্ধ রাখতে চাচ্ছো কেন ? এতে কি নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না?

এ প্রশ্নের ব্যাপারে আমাদের উত্তর হলো, নারীদের পুরুষজাতি থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থাকেই আমরা অপরিহার্য ভাবছি। এখন বিবেচ্য যে, তা কি ভাবে সম্ভবপর? বলা বাহুল্য, নারীদের স্বাভাবিক কর্তব্যই তাদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেয় এবং স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের খাতিরেই পুরুষদের বাইরে ছুটে বেড়াতে হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলেই যত দুর্যোগ দেখা দেয়। সামাজিক জীবনে দেখা দেয় বিশৃংখলা ও বিপর্যয়। পুরুষের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা যখন বাইরে কাজ করার জন্যই উপযোগী এবং নারীদের স্বাভাবিক যোগ্যতা রয়েছে ঘরের কাজ-কারবার চালাবার, তখন সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের উভয় শ্রেণীর পৃথক এলাকার নির্দেশ করতে হবে। তাতে যদি কোনও শ্রেণীর কিছুটা অধিকার ক্ষুন্নও হয়, তবুও বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করেও উভয় শ্রেণীর অধিকতর স্বার্থ অব্যাহত রাখার তাগীদেই আমরা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। যদি কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত পুরুষদের হাত থেকে নারীদের বাঁচাবার কিংবা পুরুষকে সংযত রাখার আর কোন সুন্দর ব্যবস্থার নির্দেশ করতে পারেন, তাহলে আমরা মুসলিম

www.pathagar.com

জাতি জানমাল উৎসর্গ করে হলেও তা অনুসরণ করতে উদ্‌গ্রীব রয়েছি।
তার জবাবে আমরা বলবো, সে ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ তো সব নারীর ভাগ্যে জুটছে না জুটতে পারে না সেরূপ উন্নত মানের শিক্ষা তো কেবল ধনী লোকদের মেয়েরা পেতে পারে, বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা লাভের পরে তো সেই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা লাভ সম্ভবপর। মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষায় এমনিই খরচ হয় ছেলেদের দ্বিগুণ। তাই এভাবে মেয়ের দেহ মেপে সোনা ব্যয় করে সেই উচ্চশিক্ষা দেবার ক্ষমতা অধিকাংশ বাপ-মারই সাধ্যাতীত। শতকরা প্রায় নিরানব্বইটি মেয়েই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হবে। ফলে, সে পথে এগোতে গিয়ে তাদের শেষ পর্যন্ত সেই আক্রমণকারী পুরুষের থপ্পরে গিয়েই পড়তে হয়। পরন্ত দু'চারজন নারীর সামর্থের উপরে ভরসা করে গোটা সমাজের জন্যে কোন নীতি নির্ধারণ করা চলে না।
হাল ফ্যাসানের নারীদের অন্ধ ভক্তেরা এই একটা খোঁড়া যুক্তি তুলে থাকে। তারা বলে বেড়ায়, মনের পর্দাই তো আসল পর্দা ওটা থাকলে আর দেহে পর্দা রাখার কোন প্রয়োজন থাকে না। আর মনের পর্দাই যদি না থাকে তাহলে দেহের পর্দায়ও কোন লাভ নেই। কথাটা শুনতে মন্দ নয় কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবেএয এ যুক্তিটা যেরূপ অসার, তেমনি অসম্ভব। আমরা ভেবে আশ্চর্য হই যারা দেহকে পর্দায় রাখতে অপারাগ তারা কি করে মনের পর্দা বাস্তবায়িত করতে পারে? আমার মতে তো মনের পর্দার চাইতে দেহের পর্দা অনেক সোজা। ভেবে দেখার ব্যাপারে যে, এই পুরুষগুলো নারীদের ওপরে কতটা অবিচার করতে চায়। তারা কত কঠিন বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দিতে চায় দরদীর বেশে।
একদিকে তারা চীৎকার দিচ্ছে এই বলে যে, দুর্বল নারীদের ওপরে সবল পুরুষদের বর্বর হামলা চলছে। সাথে সাথে অপর দিকে শ্লোগান তুলছে-নারীদের বাইরে এনে পুরুষদের কবলে ছেড়ে দাও। তাদের আত্মরক্ষার ওই পর্দা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল। পর্দা তো সবার মনেই লুকিয়ে আছে। ওতেই চলবে। চারিত্রিক শক্তিই হবে আমাদের ভেতরকার পর্দা। চক্ষুলজ্জা পর্দার কাজ দেবে। সুতরাং পর্দার কোন প্রয়োজন নেই। এদের জ্ঞানের দৌড় দেখলে এদের প্রতি করুণাই জাগে। একজন নারী বা পুরুরষ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করবে, একে অপরের দেহের আকর্ষণীয় অঙ্গ দেখবে, তাদের মনে যৌন কামনা জাগবে, ফলে সমাজে নারী ধর্ষণ বৃদ্ধিলাভ করবে, এ ব্যবস্থাই কি তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়? এরা কি মনে করে যে, মানুষের ভেতর থেকে যৌন চেতান বিদান লাভ করেছে, বা পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ নপুংসক হয়ে গেছে। এ কারণে পর্দার আর প্রয়োজন নেই? বড় অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে থাকে পাশ্চাত্যের এই গোলামরা।

www.pathagar.com

স্পর্শানুভূতি ও অবাধে মেলামেশা

কোন মুসলিম নারী-পুরুষকে ইসলাম এ অনুমতি দান করেনি যে তারা প্রেমের নামে একাও পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে একে অপরের শরীর স্পর্শ করবে। বর্তমানে স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে, পার্কে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, শ্বশুর বাড়িতে বোনের স্বামীর সাথে শালিকার ও ভাবী-দেবরের যে সম্পর্ক, তা মুসলিম পরিবারে বৈধ না অবৈধ নিম্নে উল্লেখিত হাদীসগুলো করলে জানা যাবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সাবধান! নিভৃতে নারীর কাছে যাবে না। একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তো মৃত্যুর ন্যায়।"

তিরমিজী শরীফের হাদীসে আছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে যাবে না। কারণ ময়তান তোমাদের কোন একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে।

হযরত আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলারা কাছে যেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আজ হতে যেন কেউ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মহিলার কাছে না যায়। যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দু'জন লোক না থাকে।"

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "যদি কেউ এমন কোন নারীর হাত স্পর্শ করে, যার সাথে তার বৈধ সম্পর্ক নাই, তাহলে কিয়ামতের দিন তার হাতের উপরে জ্বলন্ত আগুন রাখার হবে।"

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশার বর্ণনা হতে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়'য়াত গ্রহণের সময় কোন নারীর হাত স্পর্শ করতেন না। তিনি তার গোটা জীবন নিজ স্ত্রী ব্যতিত অপর কোন নারীর হাত স্পর্শ করেননি।

নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ শরীফে আছে হযরত উসায়মা বিনতে রুকাইয়া বলেন, আমি কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে বায়'য়াত গ্রহণ করতে গেলাম। শিরক, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যা

www.pathagar.com

অপবাদ ও নবীর আদেশ অমান্য করা হতে বিরত থাকার শপথ তিনি আমাদের কাছে থেকে গ্রহণ করলেন। তারপর আমরা বললাম, আসুন আমরা আপনার হাতে বায়'য়াত গ্রহণ করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি (অন্য) নারীর হাত স্পর্শ করিনা, শুধু মৌখিক শপথ গ্রহণ করি।"

এ কথা এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসের উপরোক্ত নির্দেশ সমূহ বৃদ্ধ বিগত যৌবনা নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

নারীর পরিবেশে নারীর পর্দা

কোন মুসলিম নারী কোন অবস্থায়ই পর্দা লংঘন করতে পারে না। পর পুরুষ তো দূরে থাক-কোন অজ্ঞ, মুর্খ অথবা এমন মহিলা যারা চরিত্রের দিক দিয়ে অসৎ বলে ধারণা হয়, এমন নারীরা সামনেও কোন খোদভীরু নারী পর্দাহীন হতে পারবে না। কারণ ঐ সমস্ত নারী কোন খোদা ভীরু নারীর সৌন্দর্য দেখে তা অন্য পুরুষের নিকট বর্ণনা করে সমাজে অনিষ্ট সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়াও কোন মুসলিম নারী কোন অমুসলিম নারীর সামনেও নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারবে তনা। শামদেশে মুসলমানগণ যাওয়ার পরে তাদেরকে সেখানে অমুসলিম নারীদের সাথে গোছলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়। (তাফসীরে কবীর)

www.pathagar.com

পরিবেশনায় ঃ মদিনা একাডেমী
৪৩, দেওয়াজী পুকুর লেইন,দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৯৩৮৬